সাম্যবাদ

● বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির মুখপত্র ● ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ● অক্টোবর ২০১৩ ● পাঁচ টাকা

রামপাল প্রকল্পের প্রতিবাদে ঢাকা-সুন্দরবন লংমার্চ

মহাজোট সরকারের স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত রুখে দাঁড়ান

জাতীয় সম্পদ রক্ষায় গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। একটু পর পরই বৃষ্টি নেমে আসছে। বৃষ্টির উৎপাত উপেক্ষা করে দু হাজারের বেশি মানুষের মিছিল প্রবেশ করেছে বাগেরহাট শহরে। চার দিনে প্রায় ৪০০ কিমি পথ এরা পাড়ি দিয়ে এসেছে। মুখে, শরীরে তাই ক্লান্তির ছাপ, মলিনতার ছাপ, কিন্তু মিছিলের পদক্ষেপে, স্লোগানে কোনো ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই! গানে-স্লোগানে মুখরিত লংমার্চের মিছিল দেখতে রাস্তার দু ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাগেরহাটবাসী। বয়োবৃদ্ধ একজন তো বলেই উঠল, "বাবারা আসছ, যাও, দোকান বন্ধ করে আমিও আসছি।" মনে হচ্ছে, এই কাফেলার অপেক্ষায়ই যেন তিনি প্রহর গুণছিলেন।

লংমার্চ প্রবেশ করতেই থমকে গেলো গোটা বাগেরহাট শহর। রাস্তার দু'পাশে হাজারো মানুষ। দোকানে বেচা-বিক্রি বন্ধ। পথচারীরা থমকে দাঁড়িয়ে। বিস্ময় চাপা থাকে না ডাক্তার আহমদ আলীর কণ্ঠে - "এত বড় মিছিল কিন্তু কত সুশৃঙ্খল, কত সুদৃশ্য। এরকম মিছিল আর দেখিনি।"

শুরুটা হয়েছিল ২৪ সেপ্টেম্বর, রাজধানী ঢাকার বুকে। এই ২৪ সেপ্টেম্বর ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল দিন। পরাধীন দেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির সংকল্পে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন বীরকন্যা প্রীতিলতা। প্রীতিলতা, মাস্টারদা সূর্যসেন এরকম অসংখ্য মানুষের শহীদী আত্মদানের বিনিময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্যাস্ত হয়েছে। পাকিস্তানি প্রায়

২৮ সেপ্টেম্বর দ্বিগরাজে লংমার্চের সমাপনী সমাবেশের একাংশ

খুলনা-বাগেরহাট-রামপালের পথে পথে এভাবেই স্থানীয় জনগণ লংমার্চকে স্বাগত জানিয়েছে

ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধেও মানুষ লড়েছে, জীবন দিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মানুষ শোষণ থেকে মুক্তি পায়নি। দেশের অর্থনীতি-রাজনীতি যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারা সাধারণ মানুষের স্বার্থ দেখে না। লাভের লোভে শাসকশ্রেণী পুঁজিপতি শ্রেণী দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে হাত মিলায়। দেশের গ্যাস-কয়লা,সমুদ্র ব্লক বিদেশীদের হাতে তুলে দিতে চায়। কৃষি জমি থেকে কৃষককে উচ্ছেদ করে,পরিবেশ ধ্বংস করে রামপালসহ বিভিন্ন স্থানে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করতেও পিছপা হয় না। এদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতার সংগ্রামী স্মৃতি নিয়ে আসে অমিত প্রেরণা।

২৪ সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই মিছিল নিয়ে বিভিন্ন বাম রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, বাম-প্রগতিশীল চেতনার লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী-শিক্ষক, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও পরিবেশবাদী সংগঠনের সদস্য, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ, দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গ জমায়েত হতে থাকেন পূর্বনির্ধারিত স্থান জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, কৃষক সংগঠন, নারী সংগঠনের সদস্যরা। কে নেই লংমার্চে! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ শিক্ষক লংমার্চে শরিক হতে ছুটে এসেছেন সাত সকালেই। কথায় কথায় বোঝা যায়, দেশব্যাপী মানুষের মধ্যে যে নৈরাশ্য তৈরি হয়েছে, আওয়ামী-বিএনপির *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বুর্জোয়া দ্বিদলীয় মেরুকরণের বিপরীতে বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার করুন

বড় রাজনৈতিক শক্তিগুলোর কল্যাণে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সময় বাংলাদেশের জনগণ বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। স্বাধীনতার দশ বছরের মধ্যে দুজন রাষ্ট্রপতি নিহত হয়েছেন, সংঘটিত হয়েছে অসংখ্য রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। বড় রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে ক্ষমতা দখলের উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় বিরাজ করছে বৈরিতা, বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসা। তারা তাদের পারস্পরিক বৈরিতা চাপিয়ে দিচ্ছে সংকটে আকণ্ঠ ডুবে থাকা জনসাধারণের উপর।

আগামী ২৫ অক্টোবর সরকার তার ৫ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করছে। নির্বাচনকালীন সরকারের রূপরেখা নিয়ে আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোট এবং বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের মধ্যেকার সমঝোতার বিষয়টি এখনও অমীমাংসীত থেকে গেছে। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলীয় জোটসমূহ অনঢ় ভঙ্গিতে বক্তব্য দিচ্ছেন আবার দেশের বিভিন্ন জেলায় নির্বাচনী জনসভা করে বেড়াচ্ছেন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কূটনীতিকদের তৎপরতায় কোনো আড়াল নেই। সকল ধরনের শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহকে তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও রীতিনীতি বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করে চলেছেন। নেতানেত্রীরা আবার পরস্পরের *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি মালিকের দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়

গত কয়েকদিন আগে একটি খবর দেশের সচেতন মহলে যথেষ্ট আলোড়ন তোলে। বিবিসি'র এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশের গার্মেন্ট সেক্টরে শ্রমিকদের ওপর কি নির্মম শোষণ চালানো হয়। বিবিসিতে প্রচারিত 'ডায়িং ফর অ্যা বারগেইন' শীর্ষক এই ডকুমেন্টারিতে দেখানো হয়েছে, হামীম স্পোর্টসওয়্যার নামে একটি কারখানার শ্রমিকদের রাতে তালা দিয়ে রাখা হয় এবং এক নাগাড়ে (এক শিফট) জোরপূর্বক প্রায় ২১ ঘণ্টা কাজ করানো হয়। গোপনে ধারণ করা ভিডিও থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে কারখানা কর্তৃপক্ষ দুই ধরনের হাজিরা খাতা ব্যবহার করছে, একটি শ্রমিকদের জন্য, অন্যটি বিদেশী ক্রেতাদের জন্য। গার্মেন্ট সেক্টরে শ্রমিকদের জোর করে অতিরিক্ত খাটানো, নিয়োগপত্র না দেয়া, হাজিরা খাতা ও বেতন-বোনাস খাতা নিয়ে প্রতারণা – এসব বহু পুরনো অভিযোগ। বাম দল, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, এমনকি অনেক সাংবাদিকও এসব অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন। মালিকপক্ষ কখনো সত্য-মিথ্যায় মিলিয়ে, কখনো আমতা আমতা করে, কখনো নরমে-গরমে এসব অভিযোগ পাশ কাটানো বা অস্বীকার করে আসছেন। কিন্তু বিবিসির ওই প্রতিবেদন নগদ প্রমাণ হাজির করেছে।

বিবিসির এই তথ্যচিত্রটি এমন একটি সময়ে প্রচারিত হয়েছে যখন গার্মেন্ট শ্রমিকরা আট হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির জন্য লড়াই করছে। টানা আট দিন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সুন্দরবনকে মুনাফার বলি করতে দেয়া হবে না

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ক্ষমতাকেন্দ্রীক স্বার্থ-সুবিধার জন্যে সংঘাতের রাজনীতি দেখতে দেখতে রাজনীতি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ মনোভাবের জন্ম হয়েছে – জনগণের স্বার্থের পক্ষে এরকম গণআন্দোলন তাদের মনে

লংমার্চে বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির মিছিল

আশাবাদ তৈরি করতে পেরেছে। সুন্দরবন রক্ষার এই লংমার্চ সে কাজে খানিকটা হলেও সফলতা অর্জন করেছে।

তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির উদ্যোগে এটা ষষ্ঠ লংমার্চ। ভারতে গ্যাস রপ্তানির প্রতিবাদে ঢাকা-বিবিয়ানা লংমার্চ, চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষায় ঢাকা-চট্টগ্রাম লংমার্চ, মংলা বন্দর ও সুন্দরবন রক্ষায় ঢাকা-খুলনা-মংলা লংমার্চ, ফুলবাড়ী কয়লাখনি রক্ষায় ঢাকা-দিনাজপুর-ফুলবাড়ী লংমার্চ, সুনেত্র গ্যাসক্ষেত্র রক্ষায় ঢাকা-সুনেত্র লংমার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব লংমার্চ দাবি আদায়ে সক্ষম হয়েছে শুধু নয়, পথে পথে মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব গণজাগরণের জোয়ার সৃষ্টি করেছে। জনগণের জাগ্রত পাহারায় শাসকদের নীলনক্সা বার বার পরাস্ত হয়েছে। যে কারণে বিএনপি সরকার ভারতে গ্যাস রফতানি করতে পারেনি, ভুয়া মার্কিন কোম্পানি কর্ণফুলীল মোহনায় বন্দর নির্মাণ করতে পারেনি, মংলা বন্দর উন্নয়নে সরকার বাধ্য হয়েছে, সুন্দরবন ধ্বংস করে গ্যাস অনুসন্ধান করতে পারেনি, ফুলবাড়ীতে লক্ষ মানুষকে উচ্ছেদ করে, কৃষি জমি ধ্বংস করে উন্মুক্ত কয়লা খনি করতে পারেনি। সর্বশেষ ঢাকা-সুনেত্র লংমার্চেও গণজাগরণে ভীত সরকার সুনেত্র গ্যাসক্ষেত্র রাশিয়ার কোম্পানি গ্যাজপ্রমকে ইজারা দিতে পারেনি। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকেই এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এসব লংমার্চের স্মৃতি এবারের লংমার্চে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেও বাড়তি উদ্দীপনা তৈরি করেছে।

'বিদ্যুৎ উৎপাদনের বহু বিকল্প আছে, সুন্দরবনের কোনো বিকল্প নেই' – এই স্লোগানকে সামনে রেখে ২৪ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় শুরু হয় লংমার্চের উদ্বোধনী সমাবেশ। উদ্বোধন ঘোষণা করেন কমিটির আহ্বায়ক শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। সুন্দরবনকে মায়ের সাথে তুলনা করে তিনি বলেন, এই প্রকল্প হলে ভারতীয় কোম্পানি আর দেশীয় লুটেরা ধনীকশ্রেণী কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটে নেবে। তাদের এই মুনাফার জন্য আমাদের সুন্দরবন ধ্বংস হবে। ভারতের কোনো ক্ষতি হবে না। এ নিয়ে আমাদের সরকারেরও কোনো উদ্বেগ নেই। কারণ এই সরকারের কাছে জনগণের স্বার্থের কোনো দাম নেই, তারা জনগণের স্বার্থ দেখে না। কিন্তু আমরা তা হতে দিতে পারি না। সুন্দরবন আমাদের বাঁচায়, সুন্দরবনকে আমরা বাঁচাবো। এটা আমাদের দেশপ্রেমের পরীক্ষা। দেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংকল্প নিয়েই বেলা সাড়ে ১০টায় শুরু হল সুন্দরবন লংমার্চ। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে হাইকোর্ট মোড় ঘুরে মৎস-ভবন, শাহবাগ, এলিফ্যান্টরোড, সাইন্সল্যাব, ধানমন্ডী হয়ে মিছিল এগিয়ে চলে। দুপুর ২টায় লংমার্চ পৌঁছায় সাভার রানা প্লাজার সামনে।

সেখানে রানা প্লাজায় ভবনধসে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার শ্রমিকদের স্মরণে নির্মিত শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ। সমাবেশ স্থলের চারপাশে, রাস্তার দু'ধারে শত শত শ্রমিক দাঁড়িয়ে। চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের দুঃসহ ক্ষত এখনো শুকায়নি। নিহত-আহত-নিখোঁজ শ্রমিকের পরিবার এখনো ক্ষতিপূরণ পায়নি। জীবনের কোনো ক্ষতিপূরণ হয় না। তারপরও এখানে কর্মরত শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল ছিল বহু পরিবারের জীবন। সেই উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে কত পরিবার পথে বসেছে, কত শিশুর জীবনে নেমে এসেছে ঘোর অন্ধকার।

সমাবেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ময়মনসিংহের আকলিমা বেগম। তার এক হাতে একটি শিশু, অন্য হাতে রানা প্লাজায় নিহত বোন কোহিনূর বেগমের ছবি। তাকে এই লংমার্চের উদ্দেশ্য জানাতেই তিনি বললেন, "সরকারের কাছে মাইনষের দাম নাই, হেরা আবার গাছের জানের কদর বুঝবো ক্যামনে?" সত্যিই তো, কারা আমাদের বন ধ্বংস করছে? কেন বন ধ্বংস করছে? আকলিমা আক্তারের কণ্ঠেই সত্য কথাটা উচ্চারিত হয়েছে।

আকলিমা বেগমের মতো, নিহত কোহিনূর বেগমের মতো বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের জন্য প্রাণান্ত অবস্থা যে শ্রমিকদের, একটি দিন কাজ না পেলে সন্তানের ক্ষুধার্ত মুখ যাদের তাড়িয়ে বেড়ায় – সেই লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের শ্রম শোষণ করে, শরীরের রক্ত নিঙড়ে মুনাফার পাহাড় গড়ছে মালিকরা। এই মালিকরাই তো দেশ পরিচালনা করছে। দেশের সম্পদ লুটে নিচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাস-কয়লা লুটে নেয়ার জন্য নানা উপায় বের করছে, নিজেদের সহযোগি হিসাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে ডেকে আনছে। তারাই আজ মুনাফার অদম্য লালসায় গোটা বিশ্বের ঐতিহ্য, বিরল প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যের আধার, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকার উৎস সুন্দরবনকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। মানুষের জীবনের মূল্য যাদের কাছে নেই, প্রকৃতি-পরিবেশের কী মূল্য এদের কাছে আছে? মানুষের জীবন, শ্রম ও প্রকৃতির সম্পদ সবই এদের কাছে মুনাফা উপায় মাত্র। তাই লংমার্চ শুধু সুন্দরবনকে রক্ষা নয়, মানুষের জীবন ও মানুষের জীবন রক্ষাকারী প্রকৃতি যে লুটেরা শাসকদের হাতে বিপন্ন তাদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার লড়াইয়ের অংশ। এই অঙ্গীকার নিয়েই চলেছে ঢাকা-সুন্দরবন লংমার্চ।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার গ্রহণের আয়োজন। এখানে কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠন লংমার্চকে নিয়ে তাদের পরিবেশনা করে। খাবারগ্রহণ শেষে মানিকগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সন্ধ্যার দিকে লংমার্চ প্রবেশ করে মানিকগঞ্জ শহরে। বিজয়মেলার মাঠে সমাপনী সমাবেশ। এখানে জেলা তেল-গ্যাস কমিটির আহ্বায়ক মিজানুর রহমান হযরতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শেখ মু. শহীদুল্লাহ, আনু মুহাম্মদ, সৈয়দ আবুল মকসুদ, শাহ আলম, মোজাম্মেল হক তারা, সাইফুল হক, জাহেদুল হক মিলু, জোনায়েদ সাকী, আব্দুস সাত্তার, মাসুদ খান, কল্লোল মোস্তফা, মানস নন্দী। লংমার্চকারীদের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা ছিল ল'কলেজ এবং দেলোয়ার হোসেন কলেজে।

পরদিন সকাল ১০টায় লংমার্চ আবার যাত্রা শুরু করে। ফেরীঘাট পার হয়ে গোয়ালন্দে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। লংমার্চ রাজবাড়ী শহরে পৌঁছায় দুপুরে। বৃষ্টির বাধা উপেক্ষা করে লংমার্চের মিছিল শহর ঘুরে আজাদী ময়দানে সমাবেশে মিলিত হয়। জনসভার মঞ্চে ছিল চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের জারি গান ও গণসঙ্গীত, এই বাংলা নাট্যসংসদের নাটক 'শিকার' প্রদর্শনী। এর মাঝেই দুপুরের খাবার গ্রহণ। এরপর জেলা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক সুশান্ত ধর রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বিডি রমতুল্লাহ, আনু মুহাম্মদ।

এরপর লংমার্চ রওয়ানা দেয় ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে। ফরিদপুর শহরে যখন লংমার্চ প্রবেশ করে তখন পড়ন্ত বিকেল। শহরের মোড়ে মোড়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র

লংমার্চ প্রবেশ করছে বাগেরহাট শহরে

ফ্রন্ট, সিপিবি, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মী এবং সর্বসাধারণ লংমার্চকে স্বাগত জানায়। শহর প্রদক্ষিণ করে লংমার্চ অম্বিকা মেমোরিয়াল হলে জনসভায় মিলিত হয়। ফরিদপুর জেলা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক মণীন্দ্রনাথ রায় কর্মকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শেখ মু. শহীদুল্লাহ, আনু মুহাম্মদ, বিডি রহমতউল্লাহ, শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, আজহারুল ইসলাম আরজু, সাইফুল হক, রাজেকুজ্জামান রতন, জোনায়েদ সাকী, মোশাররফ হোসেন নান্নু, শহীদুল ইসলাম সবুজ, আমিনুল ইসলাম বাবুল, মুসাহিদ আহমদ, শ্যামল কান্তি দে, মাসুদ খান। সমাবেশ শেষে রাতের খাবার গ্রহণের ও থাকার ব্যবস্থা ছিল অম্বিকা চরণ হলেই। পাশাপাশি স্থানীয় একটি স্কুলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় নির্মাণাধীন একটি ভবনে। দরজা-জানালা নেই, ইট-সুরকি আর বালির আস্তরণে মোড়া মেঝেতে শুয়ে রাত্রিযাপন।

পরদিন সকাল ১০টায় পুনরায় যাত্রা শুরু হল। এভারের গন্তব্য যশোর। ফরিদপুর থেকে স্থানীয় কয়েকজন বাসদ কর্মী যুক্ত হলেন লংমার্চের কাফেলায়। এদের সাথে একজন কলেজ ছাত্র যোগ দিলেন লংমার্চে, তার নাম এনামুল। ব্যক্তিগতভাবে সে কাউকেই চেনে না, তবু পা মিলিয়েছে লংমার্চে। একদল অপরিচিতি মানুষের সাথে এভাবে অনিশ্চিত পথে কেউ পা বাড়ায়? থাকার কষ্ট, খাওয়ার কষ্ট – এসব কি সে জানে? জিজ্ঞেস করতেই হাসিমুখে বলল, "আমি এ আন্দোলনের কথা কিছুই জানতাম না। গতকালই প্রথম এসব শুনলাম। নেতাদের বক্তব্য শুনে মনে হল, এ আন্দোলনে থাকা উচিত, লংমার্চে যাওয়া উচিত। তাই চলে আসলাম। আমার মতো এরকম আরো অনেকে যদি যুক্ত হয় তাহলেই তো আন্দোলন সফল হবে। আর দেশের জন্য কিছু করতে হলে কষ্ট তো কিছু করতেই হবে।"

রাজনীতি মানেই কিছু নগদ পাওয়া যায়, সুবিধা হাতিয়ে নেয়া যায়, টেন্ডারবাজী-ঠিকাদারি দখল করা যায়, এর বাইরেও যে রাজনীতির আরো মানে আছে, আওয়ামীলীগ-বিএনপি-জামাত-জাতীয় পার্টির রাজনীতি দেখতে দেখতে অভ্যস্ত মানুষ এসব ভুলতে বসেছে। অনুভূতিপ্রবণ মানুষ, বিবেকবান মানুষ অনেকেই রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। অন্যায়-দুর্নীতি, লুটপাট, খুন-হানাহানি, নারীর শ্লীলতাহানি – কিছু নিয়েই মানুষ আর ভাবতে চায় না। 'ভেবে কি হবে?', 'যা হবার তাতো হবেই!', 'ওদের সাথে কি আর পারা যাবে?', 'আমি একা একা আর কি করব?' – এমনই সব বিচিত্র সংশয় আর দ্বিধা মানুষের মনে। এসব ভাবনা আমাদের পায়ে জাল হয়ে জড়িয়ে থাকে। গণআন্দোলন আমাদের মনের পায়ে জড়িয়ে থাকা এসব জাল ছিন্ন করে দেয়। খাওয়ার কষ্ট, ঘুমানোর কষ্ট, রোদ-বৃষ্টিতে পথ চলার কষ্টকে উপেক্ষা করে লংমার্চকারীদের পথচলা পথের দু'ধারের মানুষের মনে তো নাড়া দেবেই। দিতেও পেরেছে। যেমনটি বলছিলেন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আরিফ – "বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েরা, আজকের তরুণ-যুবকেরা এরকম কাজে নামতে পারে, আমি ভাবতেই পারি না। বর্তমানের রাজনীতিবিদরা তো ব্যবসায়ী। লাভটাই তাদের আসল কথা। এই নষ্ট প্রজন্ম দিয়ে কিছু হবে না। যদি হয় তো আগামী প্রজন্মের তরুণদের দিয়েই হবে। এদের ত্যাগের মর্ম মানুষ বুঝবে।"

লংমার্চে অংশগ্রহণকারীদের *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সুন্দরবন রক্ষায় ঢাকা-খুলনা-মংলা লংমার্চ ২০০৩

দেশের গ্যাসক্লকগুলো বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির কাছে ইজারা দেওয়ার অংশ হিসেবে ৫ নং ব-ক বরাদ্দ পায় ব্রিটিশ-ডাচ সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানি শেল-কেয়ার্ন। ৭ নং ব-ক পেয়েছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানি ইউনিকল। জনগণের প্রতিবাদের মুখে ১৯৯৯ সালে শেল-কেয়ার্ন বলেছিল যে সুন্দরবন এলাকায় ওরা কোনো অনুসন্ধান কার্যক্রম চালাবে না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ওই কোম্পানি ঘোষণা করে যে তারা ৫ নং ব-কে এরিয়াল টপোগ্রাফি প্রক্রিয়ায় অনুসন্ধান কাজ চালাবে। এ কাজে তারা অ্যারো ম্যাগনেটিক রে (এক ধরনের চুম্বক রশ্মি) ব্যবহার করবে। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন, ওই অনুসন্ধান কাজ সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করবে এবং পরিণতিতে গোটা দেশের পরিবেশে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় আরো একটি বিষয় সে সময় শোনা গিয়েছিল যা আরও মারাত্মক। ভারত সরকার সুন্দরবনের তাদের অংশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। জায়গাটা পছন্দের কারণ হল এটা সমুদ্রতীরবর্তী, ফলে পারমাণবিক বর্জ্য ফেলতে সুবিধা (!) হবে। আর এখানে জনবসতিও কম। এ দুটো কারণে সুন্দরবনের অস্তিত্ব নিয়ে দেশের সচেতন মহলে সংশয় তৈরি হয় এবং সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর সাথে ছিল মংলা বন্দরের প্রতি সরকারের অবহেলা ও উদাসীনতা। জাতীয় কমিটির ধারাবাহিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে সুন্দরবনে গ্যাস অনুসন্ধান বন্ধ ও মংলা বন্দর রক্ষার দাবিতে ২০০৩ সালের ১৯-২৫ অক্টোবর ঢাকা-খুলনা-মংলা লংমার্চ অনুষ্ঠিত হয়।

জনগণকে জিম্মি করে চক্রান্তের রাজনীতি চলছে

রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, ৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরিসহ জনজীবনের সংকট নিরসনের দাবিতে বাসদের বিক্ষোভ

"জাতীয় কমিটির নেতৃত্বে দেশের মানুষ রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করে সুন্দরবন ধ্বংসের চক্রান্তের প্রতিবাদে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছে। ঢাকা-সুন্দরবন লংমার্চে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছে। কিন্তু জনগণের এসব প্রতিবাদ-আপত্তি-উদ্বেগকে উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক কায়দায় রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্বোধন ঘোষণা করলেন। এটা জনমতের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা প্রদর্শন।" গত ৭ অক্টোবর বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন।

৭ অক্টোবর ঢাকায় বাসদের বিক্ষোভ

বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে সুন্দরবন ধ্বংসকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাতিল, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানো, গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা ঘোষণা, নারী নির্যাতন বন্ধসহ জনজীবনের সংকট নিরসনের দাবিতে ৭ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আলমগীর হোসেন দুলাল, মানস নন্দী, ফখরুদ্দিন কবির আতিক। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের মানুষের জীবন অভাব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সন্ত্রাস-দুর্নীতি, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, নারী নির্যাতন, সাম্প্রদায়িকতার মতো ভয়াবহ সংকটে জর্জরিত। কিন্তু এ সমস্ত সংকটকে ছাপিয়ে নির্বাচন কীভাবে হবে, কারা সংবিধান মেনে চলবে আর কারা মেনে চলবে না – ইত্যাদি অর্থহীন বিতর্কে দেশকে আটকে ফেলার চেষ্টা চলছে। অথচ নির্বাচন যে প্রক্রিয়াতেই হোক, নির্বাচনে যারাই বিজয়ী হোক, তার মধ্য দিয়ে জনজীবনের এসব গুরুতর সমস্যার কোনোই সমাধান হবে না, এটা অত্যন্ত স্পষ্ট। মানুষকে এক ধরণের কৃত্রিম বিতর্কে-উদ্বেগে ঠেলে দিয়ে দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র, শিল্পপতি-ব্যবসায়ী গোষ্ঠী গোপন নানা চক্রান্তে মেতে উঠেছে। তাদের এই গোপন চক্রান্তের বলি হবে দেশের মানুষ এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও সংস্কৃতি। নেতৃবৃন্দ শাসকগোষ্ঠীর ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় এবং জনজীবনের সংকট নিরসনে বামপন্থীদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

নতুন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদনের প্রতিবাদ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক স্নেহার্দ্রি চক্রবর্ত্তী রিন্টু ৪ অক্টোবর এক বিবৃতিতে ১১টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অনুমোদনের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, নতুন ১১টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেওয়ার পর বর্তমান সরকারের আমলে অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা দাঁড়াল ২৪টি। দেশে এখন মোট বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৫টি, যার বিপরীতে সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা মাত্র ২২টি। এ থেকে বোঝা যায় শিক্ষা সম্পর্কিত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কি।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশে এখন শিক্ষা-ব্যবসার চরম রমরমা ভাব। সরকার দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহন সহ সেবাখাতগুলো পুঁজিপতিদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আর বাংলাদেশের পুঁজিপতিরা সেবাখাতগুলোকে মুনাফা লোটার উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে। শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের ঘোড়া লাগাম ছাড়া। সরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নামে-বেনামে নিত্য নতুন ফি আরোপ করে শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, "বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক ও ক্লাসরুম নেই। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি শিক্ষক ও চিকিৎসক দিয়ে ক্লাস নেওয়া হয়। বিধান আছে, ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করালে ২৫০ শয্যার হাসপাতাল থাকতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ কলেজে তা নেই। তাই বেসরকারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শেখার সুযোগ কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি কলেজের শিক্ষকরা বেসরকারি মেডিকেল কলেজের খণ্ডকালিন শিক্ষকের কাজ করেন। এই বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অজস্র নেই এর মধ্যে যা সবচেয়ে অধিক পরিমাণে আছে তা হল বাণিজ্য। মাত্র ১০ নম্বর পেয়েও এসকল বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া যায়। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের পেছনে ঘুষ, দুর্নীতি, ক্ষমতাসিন দলের আনুগত্য ও স্বজনপ্রীতি কাজ করে। পত্রিকা মারফত জানা যায় বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তিকে কেন্দ্র করে ৬৫০ কোটি টাকার বাণিজ্য চলে। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ভর্তি ও টিউশন ফি নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তিতে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর কর্তৃপক্ষ সেই নির্দেশনা আমলেই নেয়নি।"

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এই শিক্ষাবিরোধী ও জনবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে সরকারি উদ্যোগে জেলায় জেলায় মেডিকেল কলেজ নির্মাণ করার দাবি জানান।

শ্রমিক নেতৃবৃন্দের উপর হামলাকারী মালিক-সন্ত্রাসীর বিচার কর

গাজীপুরে গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদ

গত ৮ অক্টোবর রাতে শ্রীপুরের বেরাইদেরচালায় আসওয়াত কম্পোজিট কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১ জন শ্রমিক মর্মান্তিকভাবে নিহত, অর্ধশতাধিক শ্রমিক আহত এবং বেশ কয়েকজন শ্রমিক নিখোঁজ হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে বাম শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গত ৯ অক্টোবর কারখানা পরিদর্শন করতে গেলে কারখানা কর্তৃপক্ষ বাধা দেয়া এবং সমস্ত দিক থেকে অসহযোগিতা করে। এমনকি মিডিয়া কর্মীদেরও কারখানা পরিবদর্শনে বাধা দেয়া হয়। অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিক হত্যার বিচারের দাবিতে বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে ১০ অক্টোবর বিকেলে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

১০ অক্টোবর ঢাকায় বাসদের বিক্ষোভ

১০ অক্টোবর বেলা ১২টায় বাম শ্রমিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিক হত্যার বিচারবিভাগীয় তদন্ত, সুষ্ঠু বিচার, নিহত-আহত শ্রমিকদের সারাজীবনের আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন, ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধের দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশ শুরু হওয়ার সাথে সাথে মালিকের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা তিন দফা হামলা চালিয়ে সমাবেশের ব্যানার-ফেস্টুন কেড়ে নেয় এবং নেতৃবৃন্দকে লাঞ্ছিত করে। এ সময় সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত হয় গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম-এর সভাপতি মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি জহিরুল ইসলাম এবং গার্মেন্টস শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ-এর সমন্বয়ক রফিকুল ইসলাম পথিক।

সন্ত্রাসী হামলার বিচার দাবি করে বাম শ্রমিক সংগঠনগুলোর উদ্যোগে ১০ অক্টোবর বিকেলে গাজীপুর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন এবং ১১ অক্টোবর বিকেলে গাজীপুর চান্দনা চৌরাস্তায় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি জহিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক উজ্জল রায় পৃথক পৃথক বিবৃতিতে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের উপর মালিকের সন্ত্রাসীদের হামলার বিচার দাবি করেছেন।

সিলেট : বাসদ সিলেট জেলার উদ্যোগে ৯ অক্টোবর বিকাল ৪টায় এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এড. হুমায়ূন রশীদ সোয়েবের সভাপতিত্বে এবং সুশান্ত সিনহা সুমনের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রনেন সরকার রনি, চা শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির আহবায়ক হৃদেশ মুদি ও রেজাউর রহমান রানা।

২১ অক্টোবর থেকে সারাদেশে বাম মোর্চার জনসভা

রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প গরিবের ঘোড়া রোগ ও চরম অপরিণামদর্শী

৩ অক্টোবর সকালে তোপখানা রোডে বাম মোর্চার কার্যালয়ে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সভায় গৃহীত প্রস্তাবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পকে 'গরীবের ঘোড়া রোগ ও চরম অপরিণামদর্শী' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এই প্রকল্প ভবিষ্যতে মহাবিপর্যয় ডেকে আনতে পারে; বিশেষ করে পারমাণবিক এই প্রকল্পের নিরাপত্তার বিষয়টি এখনও কোনো সুরাহা হয়নি এবং বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা ও রাশিয়ার সাথে চুক্তির ধরনে তা সম্ভবও হবে না। জাপানের মত দেশ যেখানে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করে দিচ্ছে এবং অনেক শিল্পোন্নত দেশও যেখানে এই ধরনের প্রকল্প থেকে পিছিয়ে আসছে সেখানে দেশের সচেতন মানুষের আপত্তির মুখে এই ধরনের উদ্যোগ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রস্তাবে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প বন্ধ করার দাবি জানানো হয়।

বাম মোর্চার সমন্বয়ক বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা সিদ্দিকুর রহমান, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, মোশারফ হোসেন নান্নু, জোনায়েদ সাকি, হামিদুল হক, অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, এড. আব্দুস সালাম, নাসিরুদ্দীন আহমেদ নাসু, মোফাজ্জল হোসেন মোশতাক, মহিনউদ্দিন চৌধুরী লিটন।

সভায় শাসকশ্রেণীর দ্বি-দলীয় মেরুকরণের বিপরীতে জনগণের নিজস্ব শক্তি সমাবেশ গড়ে তুলতে দেশের বিভাগীয় শহর-সহ আরো কয়েকটি জেলা শহরে বাম মোর্চার উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর মধ্যে ২১ অক্টোবর বাগেরহাট, ২২ অক্টোবর খুলনা, ২৬ অক্টোবর চট্টগ্রাম, ২৭ অক্টোবর সিলেট, ২৯ অক্টোবর ময়মনসিংহ, ৩০ অক্টোবর বরিশাল, ২ নভেম্বর ঢাকা, ৪ নভেম্বর রাজশাহী, ৫ নভেম্বর রংপুর-এ জনসভা অনুষ্ঠিত হবে।

নদীভাঙন রোধ ও পুনর্বাসনের দাবিতে রৌমারীতে বিক্ষোভ

নদীভাঙন রোধ কর, ভাঙন কবলিত মানুষদের কাজ-খাদ্য ও পুনর্বাসনের দাবিতে ১৫ সেপ্টেম্বর বাসদ রৌমারী উপজেলা শাখার উদ্যোগে ৫ শতাধিক মানুষ নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও করা হয়। ঘেরাও শেষে নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ঘেরাও কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা মহিউদ্দিন মহির, আব্দুর রাজ্জাক, সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ৩ নং ইউ পি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, ৫ নং ইউ পি চেয়ারম্যান মজিবর রহমান বঙ্গবাসী ও আবুল কাশেম ফকির। বক্তারা বলেন, ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙনে প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও হাজার হাজার ঘরবাড়ি, আবাদি জমি, হাটবাজার, ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় নদীগর্ভে বিলীণ হয়ে গেছে। অবিলম্বে শিক্ষা কার্যক্রম চালু, ভাঙন কবলিত মানুষের পুনর্বাসন এবং নদীভাঙন রোধে স্থায়ী বন্দোবস্তের দাবি জানানো হয়।

দেশের সম্পদ রক্ষায় বামপন্থীদের নেতৃত্বে গণআন্দোলনে এগিয়ে আসুন

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর) ত্যাগের সীমা যাই হোক, লংমার্চের পথে পথে জনগণ কিন্তু অপরিসীম সহযোগিতায় লংমার্চকে বরণ করে নিয়েছে। সমর্থন ও ভালোবাসায় সিক্ত করেছে। আর্থিক সহযোগিতা তো ছিলই, সেই সাথে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করার কাজেও তাদের ভূমিকা ছিল। বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির নারী কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা করতে গিয়ে অনেকে নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থেকেছেন। মানুষের এই সহযোগিতা-ভালোবাসা থেকেই লংমার্চকারীরা শক্তি সঞ্চয় করেছেন, পেছনের পথ ফেলে সামনের পথে পা বাড়িয়েছেন।

মাগুরার পৌরভবনের সমাবেশ, ঝিনাইদহের আবারপুর বাসস্ট্যান্ডে সমাবেশ, কালীগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে পথসভা করে যশোরে পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত হয়ে যায়। যশোর টাউনহল ময়দানের প্রবেশ পথে বাসদ ও ছাত্র ফ্রন্টের পক্ষ থেকে লংমার্চকারীদের স্বাগত জানানো হয়। জেলা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আবছার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শেখ মু. শহীদুল্লাহ ও আনু মুহাম্মদ। যশোরে খাওয়া ও রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা ছিল আব্দুর রাজ্জাক কলেজে। স্থান সংকুলানের সমস্যা এখানেও হল, কিন্তু রত্রিযাপন-খাওয়া-গোসল এগুলোর কষ্ট স্বীকার করেই তো সবাই লংমার্চে এসেছে।

২৭ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৯টায় কলেজ প্রাঙ্গন থেকে লংমার্চের মিছিল রেলরোড, মুজিব সড়ক হয়ে শহর ছাড়ে খুলনার উদ্দেশ্যে। পথে ফুলতলা বাসস্ট্যান্ডে সমাবেশ, দৌলতপুরে দুপুরের খাবার গ্রহণ ও বীণাপানি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এখান থেকে খুলনার পথে লংমার্চ এগিয়ে গেলে কাশিমপুর মোড়ে ট্যাংক-লরি শ্রমিক ইউনিয়ন লংমার্চকারীদের মধ্যে খাবার পানি বিতরণ করে তাদের আতিথেয়তার প্রকাশ ঘটায়। লংমার্চ খুলনার সমাবেশ স্থল হাদীস পার্কে পৌছার ৩ কিলোমিটার দূরে থাকতেই নেমে আসে প্রবল বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করে লংমার্চ পৌছায় শহীদ হাদিস পার্কে। বৃষ্টিতে সমাবেশস্থলে পানি জমে যায়। তারপরও বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্যরা জাতীয় কমিটির নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত দীর্ঘ এক ঘণ্টা প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে সমাবেশস্থলেই অবস্থান করে। এই দৃশ্য স্থানীয় জনগণসহ লংমার্চে অংশগ্রহণকারী সকলেই প্রত্যক্ষ করেছেন। বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির কর্মীদের এই শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ সকলকেই অভিভূত করেছে। এক পর্যায়ে সমাবেশ স্থগিতের সিদ্ধান্ত আসে, সমাবেশ হবে পরদিন সকালে। বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির কর্মীদের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা ছিল পিটিআই মোড়ের একটি কমিউনিটি সেন্টারে। সেখানে একটি মাত্র টয়লেট, গোসলের অবস্থাও তথৈবচ। এরকম অবস্থায় রাত্রিযাপন করে সকালে সবাইকে হাজির হতে হয় হাদীস পার্কের সমাবেশে।

হাদিস পার্কের সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে লংমার্চ রওয়ানা হয় বাগেরহাটের উদ্দেশ্যে – যেখানে স্থাপিত হবে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র। স্টেডিয়াম রোড, রেলরোড, ঘোষপট্টি, বহুমুখী কলেজিয়েট স্কুল হয়ে পুরাতন জজ কোর্ট সংলগ্ন মাঠে সমাবেশে মিলিত হয়। এখানে অতি অল্পসময়ের মধ্যে দুপুরের খাওয়া সেরে লংমার্চ যাত্রা করে দ্বিগরাজের উদ্দেশ্যে। পথে একে একে অতিক্রম করে সোনাতলিয়া, ফয়লাবাজার, বনসেনবাজার, ভাগা বাসস্ট্যান্ড, গুনাইব্রিজ প্রভৃতি এলাকা। পথের দুপাশে শত শত হাজার হাজার মানুষ। হাততালি দিয়ে তারা লংমার্চকে স্বাগত জানিয়েছে। কয়েকদিন ধরেই পত্রপত্রিকায় শোনা যাচ্ছিল, সরকার স্থানীয় প্রশাসনকে দিয়ে লংমার্চ প্রতিহত করবে। কিন্তু রামপাল বা দ্বিগরাজের কোথাও তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। লংমার্চের শুরুতে শেখ মু. শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, "আমরা দেশপ্রেমিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে যে শক্তি তৈরি করেছি তাকে মোকাবেলা করার শক্তি শাসকশ্রেণীর নেই।" তাঁর কথাটাই তো সত্যি হল। তাই সরকার প্রেসনোট জারি করেও মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। আর কে না জানে যে, এদেশের সরকারি প্রেসনোটের চেয়ে বড় কোনো মিথ্যা হয় না! সরকারি প্রেসনোটে যেসব মিথ্যা তথ্য দিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, লংমার্চ তার মুখোশ খুলে দিয়েছে। এমনি করে পথে পথে জনসচেতনতা ও গণজাগরণের ঢেউ তুলে অবশেষে লংমার্চ দ্বিগরাজের নির্ধারিত সমাবেশ স্থলে উপস্থিত হল।

দ্বিগরাজে নদীর ওপারেই সুন্দরবন। একদিন এ এলাকাটাও সুন্দরবনের অংশ ছিল। কিন্তু শাসকদের অপরিকল্পনা, স্থানীয় প্রভাবশালী লুটেরাদের বন উজাড়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা কারণে সুন্দরবন ক্রমাগত ছোট হয়ে আসছে। জিকে (গঙ্গা-কপোতাক্ষ) সেচ প্রকল্প এবং ফারাক্কা বাঁধের কারণে খুলনা-বাগেরহাটের নদীগুলো দিয়ে মিঠা পানির প্রবাহ কমে গেছে। এরও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সুন্দরবন এবং বাগেরহাট-খুলনা-সাতক্ষীরাসহ পুরো অঞ্চলের উপর। এই গোটা দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে গেছে। সুন্দরবনে গরান-গেওয়া প্রভৃতি গাছ আগামরা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। সিডর-আইলা ইত্যাদি প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়-সাইক্লোনের আঘাতেও সুন্দরবন বুকে আগলিয়ে আমাদের রক্ষা করে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুন্দরবন আপন শক্তিতেই মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে কিন্তু, সে ক্ষতি এখনো পূরণ হয়নি। এ অঞ্চলে অপরিকল্পিতভাবে গরিব চাষীদের জমি জবরদখল করে গড়ে উঠেছে চিংড়ী ঘের। এর ফলেও এ অঞ্চলে পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র এই ধুঁকতে থাকা প্রকৃতির উপর মরণ আঘাত হয়ে দেখা দেবে, এটা যে কোনো বিবেচক মানুষের কাছেই মনে হয়েছে।

কানায় কানায় পূর্ণ দ্বিগরাজের সমাবেশ স্থল। জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মু. শহীদুল্লাহর বক্তব্যের পর পরই 'সুন্দরবন ঘোষণা' উপস্থাপন করেন কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। এখানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, সৈয়দ আবু জাফর, সাইফুল হক, খালেকুজ্জামান, জোনায়েদ সাকী, মোশাররফ হোসেন নান্নু, মোশাহিদ আহমদ, কল্লোল মোস্তফা, ফারুক ওয়াসিফ প্রমুখ।

লংমার্চের সমর্থনে ২২ অক্টোবর মাগুরায় (বামে) ও ২৫ অক্টোবর যশোরে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও শিশু কিশোর মেলার মানববন্ধন

কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী বলেন, "প্রতিদিন হাজারো মানুষ সুন্দরবনের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। এই সুন্দরবন আমাদের প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ, আমাদের ফুসফুস। এদেশের শাসকরা মানুষকে খেতে না দিয়ে, শিক্ষা-চিকিৎসা না দিয়ে, চাকুরি না দিয়ে তিলে তিলে মারছে। এখন প্রকৃতি ধ্বংস করে, জীবিকার ওপর আক্রমণ করে মানুষকে বিপন্ন করতে চাইছে। এই আগ্রাসনের হাত থেকে বাঁচতে হলে সর্বাত্মক মুক্তির লড়াই গড়ে তুলতে হবে।"

সুন্দরবন ঘোষণা

সুন্দরবন ঘোষণায় বলা হয়, "টিপাইমুখ বাধ প্রতিরোধে যেমন উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম মনিপুরের জনগণের সাথে বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামের যোগসূত্র আছে, বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশ জুড়ে থাকা এই সুন্দরবন ধ্বংসের রামপাল কয়লা বিদ্যুৎপ্রকল্পের ক্ষেত্রেও একইভাবে শুধু রামপাল বা বাংলাদেশের জনগণই নয়, ভারতীয় এমনকি সারা দুনিয়ার সংগ্রামী জনগণের পারস্পরিক সংগ্রামের আন্তঃসংযোগ গড়ে তোলা দরকার। তার লক্ষণও আমরা দেখতে পাচ্ছি।"

এতে বলা হয়, "বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, এই কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বছরে ৫২ হাজার টন বিষাক্ত সালফার ডাইঅক্সাইড, ৩০ হাজার টন নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড, ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন ফ্লাই অ্যাশ ও ২ লক্ষ টন বটম অ্যাশ উৎপাদিত হবে। এছাড়া পশুর নদী থেকে ঘণ্টায় ৯১৫০ ঘনমিটার হারে পানি প্রত্যাহার, তারপর বিপুল বেগে পানি আবার নদীতে নির্গমন, নির্গমনকৃত পানির তাপমাত্রা ও পানিতে দ্রবীভূত নানান বিষাক্ত উপাদান নদীর স্বাভাবিক পানি প্রবাহ, পানির প্লবতা, পলি বহন ক্ষমতা, মৎস্য ও অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনচক্র ইত্যাদিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, গোটা সুন্দরবনের জলজ বাস্তুসংস্থান ধ্বংস করবে। সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে কয়লা পরিবহন, জাহাজ থেকে নির্গত তরল কঠিন বিষাক্ত বর্জ্য, জাহাজ নিঃসৃত তেল, শব্দ, তীব্র আলো ইত্যাদি সুন্দরবনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও জীব-বৈচিত্র্য বিনষ্ট করবে।"

"গত ২৬ সেপ্টেম্বর সরকার প্রচারিত প্রেসনোটে জাতীয় কমিটির বক্তব্যকে বিভ্রান্তিকর বলা হয়েছে। লংমার্চের আগে বিভিন্ন সময় জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তথ্য ও যুক্তি সংবাদ সম্মেলন, সেমিনার, গণশুনানি ইত্যাদির মাধ্যমে তুলে ধরা হলেও সরকারের পক্ষ থেকে কখনোই তার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক উত্তর দিতে দেখা যায়নি। লংমার্চকে কেন্দ্র করে সারাদেশে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠায় শুরু হয়েছে অপপ্রচার। কিন্তু আমাদের বিশে-ষণ, তথ্য ও যুক্তি খণ্ডন করতে ব্যর্থ হয়ে ভুল তথ্য ও মিথ্যাচার ছাড়া আর নতুন কিছুই এতে যোগ হয়নি।"

ঘোষণায় বলা হয়, "রামপাল প্রকল্প সুন্দরবন থেকে ১৪ কিমি দূরত্বে হলেও, প্রেসনোটে বলা হয়েছে, 'ইউনেস্কো ন্যাশনাল হেরিটেজ' সাইট থেকে এটা নাকি ৭২ কিমি দূরে, ফলে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত! বাস্তবে 'ইউনস্কো ন্যাশনাল হেরিটেজ' বলে আলাদা কিছু নেই, যা আছে তা হলো 'ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' সাইট, গোটা সুন্দরবনটাই যার অংশ। ফলে সুন্দরবন ১৪ কিমি দূরে হলে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজকে ৭২ কিমি দূরে বলাটা জনগণের সাথে প্রতারণার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই না। আরেকটি বিষয় হলো, যে অভয়ারণ্যকে সরকার ইউনেস্কো ন্যাশনাল হেরিটেজ বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছে, সে অংশ দিয়েই কয়লা ভর্তি জাহাজ চলাচল করবে বলে তা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র হলে গোটা সুন্দরবনটাই যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেখানে, সুন্দরবনের কোনো একটি অভায়ারণ্য প্রকল্প থেকে ৭২ কিমি দূরে বলে সেটাকে নিরাপদ প্রমাণ করার চেষ্টা হাস্যকর। সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি ব্যাবহারের ফলে ক্ষতিকর কার্বন, সালফার, ফ্লাই অ্যাশ ও অন্যান্য বায়ু দূষণের উপাদান ন্যূনতম পর্যায়ে থাকার দাবিটিও প্রতারণাপূর্ণ, কেননা সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি ব্যবহারের ফলে এসব বিষাক্ত উপাদান উদগীরণ সাব-ক্রিটিক্যাল টেকনোলজির তুলনায় মাত্র ৫ থেকে ১০ শতাংশ কম হবে যা ক্ষতির মাত্রার তুলনায় সামান্য।"

"যে ভারত তার নিজ দেশে সুন্দরবনের ১৬ ভাগের একভাগ আয়তনের রাজীব গান্ধি ন্যাশনাল পার্ক এবং ৯০০ ভাগের একভাগ আয়তনের পিচাভারম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের ২৫ কিমি সীমার মধ্যে তাপভিত্তিক কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে পারেনি, সেই ভারত বাংলাদেশে সুন্দরবনের মতো একটি বিশ্ব ঐতিহ্য, জীববৈচিত্র্যের অফুরন্ত আধার, রামসার সাইট এবং ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বলে ঘোষিত পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের মাত্র ১৪ কিমি এর মধ্যে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াটের একটি বিশাল তাপভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে যাচ্ছে!"

ঘোষণায় আরো বলা হয়, "গত দেড় দশকে জাতীয় কমিটির আন্দোলনের একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে স্বল্পমূল্যে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের এক টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্বালানি যদি জাতীয় মালিকানায় থাকে, যদি খনিজ সম্পদ রপ্তানি নিষিদ্ধ করা যায়, যদি নবায়ণযোগ্য-অনবায়ণযোগ্য-জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রসমূহ সম্প্রসারিত করা যায়, যদি এসব কাজ করায় জাতীয় সক্ষমতার বিকাশকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় তাহলে অতিদ্রুতই বাংলাদেশের পক্ষে বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছে দেয়া সম্ভব এবং কৃষি-শিল্পে বড় ধরনের পরিবর্তন সম্ভব। আগের সরকারগুলোর ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারও এ পথে না গিয়ে দেশি-বিদেশী লুটেরাগোষ্ঠীকে ব্যবসা দেয়া এবং কমিশনভোগী তৎপরতায় নিয়োজিত থাকায় বিদ্যুৎ এর সংকট বিদ্যমান আছে। বিদ্যুৎ সংকটের সমাধানের কথা বলে সরকার যেসব পথ নিচ্ছে, তাতে দেশি-বিদেশী বিদ্যুৎ ব্যবসায়ী ও লুটেরাগোষ্ঠী লাভবান হলেও দেশের জনগণের উপর আরো বোঝা চাপানো হয়েছে এবং নতুন নতুন বিপদের ঝুঁকি তৈরি করা হচ্ছে। এই লংমার্চ বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের জন্য তাই অবিলম্বে পিএসসি ২০১২ বাতিল, ফুলবাড়ি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, খনিজ সম্পদ রফতানি নিষিদ্ধকরণসহ জাতীয় কমিটির সাত দফা বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছে।"

"আমরা বারবার বলি বিদ্যুৎ উৎপাদনের বহু বিকল্প আছে, সুন্দরবনের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু সরকারি ভুল নীতি, দুর্নীতি ও মুনাফামুখী আগ্রাসনে সুন্দরবন ক্রমান্বয়ে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র দিতে যাচ্ছে মরণ আঘাত। ভারতীয় কোম্পানির সীমাহীন মুন-াফার জন্য, দেশি ভূমিদস্যুদের বনভূমি দখল অবাধ করবার জন্য আমাদের অস্তিত্বের অংশ সুন্দরবন ধ্বংস হতে দিতে পারি না। শুধু ভারত নয়, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া অন্য যে কোনো দেশের নামেই আসুক না কেনো, কোনো দখলদার লুটেরাদের হাতেই বাংলাদেশকে আমরা ছেড়ে দিতে পারিনা। কোনো সাম্রাজ্যিক পরিকল্পনার ফাঁদে বাংলাদেশকে ফেলতে আমরা দিতে পারি না।"

"সরকারের কাছে আমাদের দাবি, অবিলম্বে এই সুন্দরবন ধ্বংস করার প্রকল্প বাতিল করতে হবে। সুন্দরবনকে সুস্থ ও পুনরুৎপাদনক্ষম অবস্থায় বিকশিত করার জন্য 'সুন্দরবন নীতিমালা' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। ২২ অক্টোবরের ভিত্তি প্রস্তরের ঘোষণা দিয়ে কোনো লাভ হবে না, জনগণ এই প্রস্তর উপড়ে ফেলবে। প্রেসনোটে মিথ্যাচার করেও কোনো লাভ হবে না, এতে সরকারের প্রতারণা, জালিয়াতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী অবস্থান আরো উন্মোচিত হবে।"

বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, আলমগীর হোসেন দুলাল, মানস নন্দী, ওবায়দুল্লাহ মুসা, উজ্জ্বল রায়, ফখরুদ্দিন কবির আতিক, সাইফুজ্জামান সাকন, জহিরুল ইসলাম, বেলাল চৌধুরী, হাসিনুর রহমান, আ.ব.ম. নুরুল আলম, বিপ্লব মণ্ডল, চিত্তরঞ্জন সরকার প্রমুখ। বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির অঙ্গ-সংগঠন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট, শিশু কিশোর মেলা এ লংমার্চে অংশগ্রহণ করে।

বীরকন্যা প্রীতিলতার আত্মাহুতি দিবস পালন

দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে বীরকন্যা প্রীতিলতার ৮১তম আত্মাহুতি দিবস পালন করেছে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রামের ইউরোপীয়ান ক্লাবের সামনে (বর্তমান রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়) প্রীতিলতার স্মারক ভাস্কর্যে শ্রদ্ধা নিবেদন, আলোচনা সভা, র‍্যালি ইত্যাদি।

ঢাকা : নারীমুক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন কলেজ, বদরুন্নেছা কলেজ, সেগুনবাগিচা হাই স্কুল সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রীদের প্রীতিলতা ব্যাজ পরিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া ঢাকা-সুন্দরবন লংমার্চে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাজ পরিয়ে দেয়া হয়।

রংপুর : ২৪ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টায় রংপুর শহরের লালবাগ কেডিসি রোডস্থ বীরকন্যা প্রীতিলতা পাঠাগারে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র ও ছাত্র ফ্রন্ট-এর যৌথ উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাষক আরশেদা খানম লিজু'র সভাপতিত্বে আলোচনা করেন জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ডা. ইয়াসমিন আক্তার, নাজমুন্নাহার প্রমুখ।

বাসদ-এর কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির সম্পন্ন

দল গড়ে তোলার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করুন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হল গত ২৮ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর। ৫ দিনের এই শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। একটি বিপ্লবী দলের প্রাণসত্তা হল তার আদর্শিক চর্চা, সাংস্কৃতিক সংগ্রাম। সে লক্ষ্যেই সম্পন্ন হল কেন্দ্রীয় শিক্ষাশিবির। দু মাস ব্যাপী দেশের জেলা ও আঞ্চলিক শাখাগুলোতে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর পাঠচক্র, আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চালিয়ে নেয়া হয়েছিল শিক্ষাশিবিরের প্রস্তুতি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা সঠিকভাবে অধ্যয়ন ও তার মধ্য দিয়ে সমাজ বিশ্লেষণ, দল গড়ে তোলার সংগ্রাম, দলের অভ্যন্তরে নিরন্তর আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম পরিচালনা, নিজেদের যোগ্য বিপ্লবী কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার অনুশীলন – এই ছিল শিক্ষাশিবিরের মূল ভরকেন্দ্র।

শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। তিনি তাঁর আলোচনায় পার্টি সংক্রান্ত ধারণার ক্রমবিকাশ, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-শিবদাস ঘোষসহ বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অথরিটি ও নেতৃবৃন্দের অবদান, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, আদর্শগত ও সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা, যৌথতা গড়ে তোলার সংগ্রাম, কমিউনিস্ট নৈতিকতা ও কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে তোলার সংগ্রামের দিক ও আচরণবিধি, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে আধুনিক সংশোধনবাদের জন্ম, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির মুক্তি সম্পর্কিত কমিউনিস্ট ধারণা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিশ্ব পরিস্থিতির উপরও আলোকপাত করেন।

২৮ আগস্ট দুপুর থেকে শুরু হওয়া শিক্ষাশিবির বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেশন অনুযায়ী আলোচনা হয়। দিনের আলোচনাগুলিকে কেন্দ্র করে রাতে অনুষ্ঠিত হয় গ্রুপ বৈঠক। অর্থাৎ সকল অংশগ্রহণকারী ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে দিনের আলোচনা ধরে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা করেন। সেখানে উঠে আসা প্রশ্নগুলোকে সমন্বিত করে আবার দিনের মূল সেশনে আলোচনা করা হয়। এইভাবে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে মুক্ত আলোচনার পরিবেশে গোটা শিক্ষাশিবির পরিচালিত হয়। শিক্ষাশিবিরে সারাদেশের ৩৩টি জেলার ৫ শতাধিক নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন। এখানে আরো আলোচনা করেন কমরেডস শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, আলমগীর হোসেন দুলাল, মানস নন্দী, হাসিনুর রহমান, উজ্জল রায়, জহিরুল ইসলাম, ওবায়দুল্লাহ মুসা, আহসান হাবীব সাঈদ-সহ অন্যান্য নেতৃবন্দ।

২৮ আগস্ট শিক্ষাশিবিরের উদ্বোধনী বক্তব্যে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, এদেশের মাটিতে একটি সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং তারই বিকশিত উন্নততর উপলব্ধি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে আমরা সংগ্রাম করছি। ইতিহাস বিকাশের নিয়ম বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করে মার্কস-এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, সম্পত্তি এবং মালিকানাই সমাজে শোষণের কারণ। এই শোষণমূলক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে মানবসমাজ শ্রেণীহীন, সম্পত্তিহীন সাম্যবাদী সমাজে মানুষ যাবে। এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে সর্বহারাশ্রেণী, সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি। সমাজতন্ত্র হল শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা থেকে শোষণহীন সমাজে যাওয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সমাজ। মার্কস-এঙ্গেলস পরবর্তীকালে কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি রাশিয়ায় বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মানব সমাজ প্রত্যক্ষ করেছিল এমন এক সভ্যতা যেখানে মানুষের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। লেনিন পরবর্তীকালে কমরেড স্ট্যালিন, কমরেড মাও সেতুঙ ও কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদের সম্প্রসারণ ও বিকাশ ঘটিয়েছেন। বিশেষ করে আজকের দিনে বুর্জোয়া মানবতাবাদ যখন অবক্ষয়ের চূড়ান্তে পৌঁছেছে, সে-সময় বিপ্লবী দল গঠন, পরিচালনা, কমিউনিস্ট নৈতিকতা, যৌথ নেতৃত্ব ও তার বিশেষীকৃত রূপ, যৌথ জীবনসহ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে মার্কসবাদ চর্চার দিকনির্দেশনা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা থেকে আমরা পাই।

তিনি বলেন, মার্কসবাদী আন্দোলনে অথরিটির প্রশ্নটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা সহজেই বোঝা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনের ইতিহাসের দিকে তাকালে। কমরেড লেনিনকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ইউরোপের বড় বড় পার্টিগুলো শোধনবাদী উগ্র জাতীয়তাবাদী পার্টিতে পরিণত হয়েছিল। কমরেড স্ট্যালিনের অথরিটিকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে বলশেভিক পার্টির মতো একটি লড়াকু পার্টি শুধু নিজেরাই বিপথগামী হয়ে গেলো, তাই নয়, গোটা দুনিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলনকে সংশোধনবাদের আবর্তে টেনে নিয়ে গেলো। চীনের অবস্থাও তদ্রূপ। কমরেড মাও সেতুঙকে খারিজ করার মধ্য দিয়ে এত বড় একটা পার্টি কোথায় গিয়ে দাঁড়াল। আজকের দিনেও, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বোন্নত উপলব্ধি ও আধুনিকতম ধারণা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতেই সাম্যবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বুর্জোয়াশ্রেণীর গণবিরোধী শাসনব্যবস্থার অনিবার্য সংকটের নগ্ন প্রকাশ হিসাবে উল্লেখ করে শ্রমজীবী শোষিত মানুষসহ সর্বস্তরের গণতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী জনগণের প্রতি বামপন্থীদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গোটা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়াই এখন চরম সংকটের মুখোমুখি। দেশে দেশে সাধারণ মানুষ চাকুরি হারিয়ে, শিক্ষা-চিকিৎসার অধিকার হারিয়ে, বেঁচে থাকার অধিকার হারিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। বিপরীত দিকে জনগণের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ দমন করতে গিয়ে শাসকরা ফ্যাসিবাদী শাসন চাপিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দেশেও ধনীকশ্রেণীর শাসন-শোষণকে স্থায়ী ও স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র দুর্নীতিগ্রস্ত বুর্জোয়া রাজনীতির সাথে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের অশুভ আঁতাতের মাধ্যমে সংকট সমাধানের নামে নানা ধরনের গোপন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, মিশরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সে-দেশের জনগণ করেছে। কিন্তু প্রকৃত বিপ্লবী দল এবং নেতৃত্বের অভাবে তাদের এতবড় সংগ্রাম মৌলবাদী শক্তির কুক্ষিগত হয়েছিল। এখন সামরিক শক্তি ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে উদ্যত হয়েছে। জনগণের উপর কি নির্মম দমন-পীড়ন নামিয়ে এনেছে। গণআন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত মোকাবেলা কিংবা জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে পারে না। মুবিনুল হায়দার বলেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের যুদ্ধ-নির্ভর অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সবসময় যুদ্ধ লাগানোর উপায় খুঁজতে থাকে। সিরিয়াকে কেন্দ্র করে এখন সে সুযোগ তারা তৈরি করেছে। ইরাক-আফগানিস্তানের পর এখন সিরিয়াকে ঘিরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে এক চক্রান্ত চলছে। যে-কোনো সময় সিরিয়ার উপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আমাদের দেশে বিগত ৫ বছরের আওয়ামী লীগের দুঃশাসন-লুটপাটে অতিষ্ঠ মানুষ পথ না পেয়ে বিএনপি-সহ মৌলবাদী শক্তিগুলোর পেছনে জড়ো হচ্ছে। একই কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে ভারতেও। কংগ্রেসের অপশাসনের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু মৌলবাদী দল বিজেপির ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। একদিন বুর্জোয়াদের প্রশ্রয়েই এসব শক্তি বেড়ে ওঠে। আবার তাদের দুঃশাসনের ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর সামনে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়। যতদিন পুঁজিবাদী এ ব্যবস্থা টিকে থাকবে, দু'দল পাল্টাপাল্টি করে ক্ষমতায় আসবে, কিন্তু মানুষের সমস্যার সমাধান হবে না। একদলের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে মানুষ অন্য দলকে ক্ষমতায় আনবে। আর ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বুর্জোয়াদের দু অংশই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাথে হাত মেলাতে পেছপা হবে না। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সংকটগ্রস্ত। এ সংকট শুধু আমাদের দেশের নয়, শুধু আওয়ামী লীগ-বিএনপির নয়। এ সংকট পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সবচেয়ে উন্নত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আজ প্রবল। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার, প্রতিদিন শ্রমিক-কর্মচারীরা ছাঁটাই হচ্ছে। বড় বড় শিল্প-কারখানা বন্ধ হচ্ছে। মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি স্বীকৃত অধিকার একে একে খর্ব করা হচ্ছে।

কমরেড মুবিনুল হায়দার বলেন, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের ভাগের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তৎপর। এদেশের গ্যাসসম্পদ লুটের পর এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের নামে রামপালে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চক্রান্ত চলছে। বাস্তবে এটা হল ভারতের পুঁজি, ভারতের কয়লায় এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে আর আমাদের সুন্দরবন ধ্বংস হবে। আমরা জাতীয় কমিটির নেতৃত্বে এই সর্বনাশা চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

১ সেপ্টেম্বর দুপুরের অধিবেশন ছিল সমাপনী অধিবেশন। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর সমাপনী বক্তব্যের পর সমবেত কণ্ঠে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গাওয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষাশিবিরের কাজ সমাপ্ত হয়।

রামপাল : সরকারের নৈতিক পরাজয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বিদেশীদেরকে তুষ্ট করে ক্ষমতায় থাকার এই ধরনের কৌশল অতীতেও কাজে লাগেনি, ভবিষ্যতেও লাগবে না। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, সরকার যদি তথ্য, যুক্তি ও সত্যের পথে না হাঁটে তাহলে ফুলবাড়ীর মত রামপালেও জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে।

বিক্ষোভে নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা বিদ্যুৎ চাই সত্য, কিন্তু কোনভাবেই তা আমাদের প্রাকৃতিক বর্ম শত শত প্রাণ বৈচিত্র্যের আঁধার সুন্দরবন ধ্বংস করে নয়। তারা বলেন এমনিতেই সিডর আর আয়লায় দেশের দক্ষিণাঞ্চল বিপর্যস্ত; আর এখন সমগ্র পরিবেশ বিপন্নকারী এই রামপাল প্রকল্প সুন্দরবনসহ দক্ষিণাঞ্চলের বিরাট অংশে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটাবে। বাংলাদেশের মানুষ তাই এই আত্মঘাতি প্রকল্পকে কোনভাবেই হতে দেবে না। তারা বলেন সরকার যদি সোজা পথে না হাটে, অবিলম্বে এই প্রকল্প বন্ধের ঘোষণা না দেয়, তাহলে পূজা ও ঈদের পর হরতাল-অবরোধ, ধারাবাহিক অবস্থানসহ গণসংগ্রামের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এই অপতৎপরতা বাতিলে সরকারকে বাধ্য করা হবে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ আজ গাজীপুরে আসওয়াদ গার্মেন্টে অগ্নিকাণ্ডে অসংখ্য হতাহতের ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভরত বাম মোর্চার নেত্রী মোশরেফা মিশুসহ নেতাকর্মীদের উপর পুলিশ ও সরকারী দলের সন্ত্রাসী দলের উপর্যুপরী হামলা-আক্রমনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

রংপুর : রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন ঘোষণার প্রতিবাদে ছাত্র ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রেসক্লাব চত্বরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। **কারমাইকেল কলেজ :** ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ শাখার উদ্যোগে ৬ অক্টোবর সুন্দরবন বনাম রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র শীর্ষক তথ্য ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টায় কলেজ শহীদ মিনারের সামনে প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সভাপতি আহসানুল আরেফিন তিতু। এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কলেজ সভাপতি রেদওয়ানুল ইসলাম বিপুল, সাধারণ সম্পাদক আবু রায়হান বকসী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ইমরান, রিনা আক্তার প্রমুখ। **ফেনী :** রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের বিরুদ্ধে বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি ফেনী জেলা শাখার উদ্যোগে ৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় ট্রাংক রোড শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ফেনী জেলা ফোরামের সদস্য বাদল চক্রবতি ও অনুপম পাল।

৮ হাজার টাকা মজুরির দাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) উচ্চমূল্যের লেক্সাস-বিএমডব্লিউ গাড়ি কিনতে মালিকের কোনো অসুবিধা হয় না। মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর-ব্যাংককে না গেলে তাদের ঈদের কেনাকাটা হয় না। পেটের ক্ষুধার জ্বালায় শ্রমিকরা যখন রাস্তায় নামে, তখন সরকার-মালিক শ্রমিকদের মধ্যে বহিরাগত খোঁজে, ষড়যন্ত্র খোঁজে, নাশকতা খোঁজে। শুধু মানবেতর জীবনের অর্থ খোঁজেন না, অভাবের অর্থ বোঝেন না।

মিরপুর-পল্লবী : গত ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন মিরপুর-পল্লবী আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিরপুর ১২ নম্বর বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল শুরু হয়ে পূরবী সিনেমা হলের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম কিরণ, কল্যাণ দত্ত, আব্দুল কাদের।

গণিতে সৃজনশীল বাতিলের দাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) গণিত বিষয়ে সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে শহরের ১নং রেলগেটে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

দীঘিনালা : খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলায় শিশু কিশোর মেলার উদ্যোগে গণিত বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে ৬ অক্টোবর মানববন্ধন ও শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। মানববন্ধন চলাকালে হিরো চাকমার পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন শান্তিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী আমেনা আক্তার, দীঘিনালা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ভাগ্যময় দেওয়ান, থৈয়াচিং মারমা, খায়রুল আলম এবং ছাত্র প্রতিনিধি আজম। বক্তারা বলেন, নবম শ্রেণীতে গণিতে সৃজনশীল চালু করার পর থেকে ৯০% এরও বেশি শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হচ্ছে। যার ফলে অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়তে বাধ্য হবে। তাই আয়োজন ছাড়া গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। মানববন্ধন শেষে মিছিল নিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

ছাত্র ফ্রন্টের কাউন্সিল-সম্মেলন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় : আইন বিভাগে বাণিজ্যিক নাইটকোর্স বাতিল, নতুন হল নির্মাণ, বেতন-ফি বৃদ্ধির চক্রান্ত প্রতিরোধ এবং সুন্দরবন ধ্বংস করে রামপালে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত বাতিলসহ বিভিন্ন দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ২য় সম্মেলন ২৩ সেপ্টেম্বর বেলা ১২টায় অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন ও শোভাযাত্রার পর শরীফুল চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং মাসুদ রানার পরিচালনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তানজিম উদ্দিন খান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাষক আসাদুল্লাহিল গালিব, সংগঠনের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্ত্তী রিন্টু। আলোচনা সভা শেষে ৯ম কাউন্সিলে মাসুদ রানা-কে সভাপতি, আশীষ আচার্য-কে সহ-সভাপতি, মেহরাব আজাদ-কে সাধারণ সম্পাদক ও কিশোর সরকার-কে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে গঠিত ১১ সদস্যবিশিষ্ট ১০ম কমিটি পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

সিলেট : ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার ৭ম কাউন্সিল পরবর্তী আলোচনা সভা ও কমিটি পরিচিতি ১ অক্টোবর বিকাল ৪টায় জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রবীন রাজনীতিবিদ ও গণতন্ত্রী পার্টি সিলেট জেলার সভাপতি ব্যারিস্টার মো. আরশ আলী। ছাত্র ফ্রন্ট নগর শাখার সভাপতি ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক রেজাউর রহমান রানার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য মানস নন্দী, উজ্জল রায়, ছাত্র ফ্রন্ট সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন, রুবাইয়াৎ আহমেদ। আলোচনা শেষে রেজাউর রহমান রানাকে সভাপতি, তামান্না আহমদকে সহ-সভাপতি, রুবাইয়াৎ আহমেদ রুবাকে সাধারণ সম্পাদক ও সঞ্জয় কান্ত দাশকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে গঠিত ১২ সদস্যবিশিষ্ট নবনির্বাচিত কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় : ছাত্র ফ্রন্ট বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে ৭ অক্টোবর বিকেল ৫টায় ক্যাম্পাসের প্রশাসনিক ভবনের সামনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আহসানুল আরেফিন তিতু, জেলা সহ-সভাপতি রোকনুজ্জামান রোকন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মনোয়ার হোসেনকে আহ্বায়ক ও বাবুল হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ছাত্র ফ্রন্ট বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠন করা হয়।

কাপাসিয়া : গত ১ অক্টোবর সকালে গাজীপুরের কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজে এক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। মাহফুজা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন বাসদ নেতা জহিরুল ইসলাম, কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক গোলাম মর্তুজা, ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা নগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক শরীফুল চৌধুরী। সভায় রোকেয়া আক্তারকে আহ্বায়ক এবং জাহিদ হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়।

মজুরি মালিকের দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) গাজীপুরের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছে। গার্মেন্ট মালিকরা এই আন্দোলনের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি খুঁজে পেয়েছেন। মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ দাবি করেছে, এই কয়দিনে তাদের প্রায় ৩০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ জন্য তারা ছুটে গেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে, তিনিও বেশ কড়া ভাষায় হুংকার দিয়েছেন। এবং শেষ পর্যন্ত, পুলিশ-র‍্যাবের পাশাপাশি আধাসামরিক বাহিনী-বিজিবি নামিয়ে শ্রমিকদের বাধ্য করা হয়েছে কারখানায় ফিরে যেতে। শ্রমিকদের 'ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা' করা হয়েছে।

শ্রমিকের শ্রমে-ঘামে-জীবনের বিনিময়ে আসে মালিকের মুনাফা, আসে বৈদেশিক মুদ্রা। বাংলাদেশ প্রতিবছর গড়ে ২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের গার্মেন্ট পণ্য রপ্তানি করে। বাংলাদেশের গার্মেন্ট ও প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা এ দেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছে। গার্মেন্ট মালিকরা লক্ষপতি থেকে কোটিপতি, কোটিপতি থেকে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়। বছর বছর উচ্চমূল্যের লেক্সাস-বিএমডব্লিউ গাড়ি কিনতেও মালিকদের কোনো অসুবিধা হয় না। মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর-ব্যাংককে না গেলে তাদের ঈদের কেনাকাটা হয় না। গার্মেন্ট শিল্পের কল্যাণে মালিকদের উন্নতি হচ্ছে, দেশের অর্থনীতি গতিশীল থাকছে, কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছে কি?

বাংলাদেশের গার্মেন্টসহ সকল সেক্টরের শ্রমিক-কর্মচারীরা সীমাহীন সংকটে নিপতিত। গার্মেন্ট শ্রমিকরা সারাদিন হাড়ভাঙ্গা কাজ করে বেঁচে থাকার ন্যূনতম মজুরি পায় না। যে বেতন দেয়া হয় তাতে শ্রমিক বাড়িভাড়া দিলে দোকানের বাকি পরিশোধ করতে পারে না, দোকানের বাকি পরিশোধ করলে বাড়িভাড়া দিতে পারে না। নিজের এবং পরিবারের শিক্ষা-চিকিৎসার সংস্থান করতে পারে না। এমনকি ঈদে-পূজায়-উৎসবে ছেলে-মেয়েকে একটা নতুন জামা পর্যন্ত কিনে দিতে পারে না। চাল-ডাল-তেল-পেঁয়াজ-কাঁচামরিচের যে দাম, তাতে বেতন দিয়ে তিন বেলা পেট ভরে ডাল-ভাত খাওয়াও অসম্ভব। এমন কোনো দিন নেই যে কোনো না কোনো জিনিসের দাম বাড়ছে না। ঈদে-রোজায়-উৎসবে তো ব্যবসায়ীদের আরো রমরমা। গার্মেন্ট শ্রমিকরা বাজার থেকে সবচেয়ে কমদামি, পঁচা, খাদ্যমানহীন খাবার কিনে খায়। তারা যেসব ঘরে থাকে, সেগুলো বস্তির একটু উন্নত সংস্করণ। এক ঘরে চার-পাঁচজন গাদাগাদি করে বসবাস সাধারণ চিত্র। এসব খুপরি ঘরের ভাড়াও বছরে দুই-তিনবার বাড়ে। এত কষ্ট করে থেকেও ধার-কর্জ না করলে অধিকাংশ শ্রমিকের জীবন চলে না। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) তথ্য সংগ্রহ করে দেখিয়েছে, মাস শেষে শ্রমিকরা গড়ে ৭৭০ থেকে এক হাজার ৮৩০ টাকা ধার করে। মালিকের মুনাফার লোভের আগুনে পুড়ে, বিল্ডিং ধসে মরতে হয় শ্রমিককেই। অনেক কারখানায় দিনের পর দিন বোনাস-ওভারটাইমের টাকা, এমনকি বেতনের টাকাও আটকে রাখে। অথচ তার প্রতিবাদ করা যায় না। প্রতিবাদ করলে চাকুরি থাকে না। মালিকের সন্ত্রাসী এসে নির্যাতন করে, পুলিশ লেলিয়ে দেয়া হয়।

বাংলাদেশের প্রায় ৩৫ লাখ গার্মেন্ট শ্রমিকের সিংহভাগের দিন কেমন করে কাটে? ভোর ৫টা/সাড়ে ৫টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে সকালের নাশতা ও দুপুরের খাবার তৈরি করতে হয়। গোসল, প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে হয়। এ কাজগুলো করতে হয় অন্য আরো অনেক শ্রমিকের সাথে গোসলখানা-বাথরুম-রান্নাঘর ভাগাভাগি করে। এরপর খাওয়া-দাওয়া সেরে কারখানায় যেতে হয় ঘড়ির কাঁটা ৮টার ঘর ছোঁয়ার আগেই। কারখানা থেকে তারা ছাড়া পায় কখনো রাত ৮টা, কখনো রাত ১০টা-১১টায়। বহু কারখানায় ছুটির কোনো বালাই নেই। কোথাও কোথাও ঈদে ছুটি দেয়া হবে বলে ঈদের আগের মাসে শ্রমিকদের কোনো ছুটিই দেয়া হয় না। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ভাষা শহীদ দিবস ইত্যাদি জাতীয় দিবসগুলোতেও শ্রমিকরা ছুটি পায় না। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে আধাবেলা কাজ করতে হয়। আর শিপমেন্টের আগে অর্থাৎ পোশাকের চালান রপ্তানি হওয়ার আগের কয়েক দিন তাদের কাজ করতে হয় গভীর রাত পর্যন্ত; কখনো কখনো সারা রাত। একজন শ্রমিককে দিয়ে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টার বেশি কাজ করানোর নিয়ম না থাকলেও বাংলাদেশের গার্মেন্ট খাতে এ নিয়মের তোয়াক্কা কেউ করে না। অত্যধিক কাজের চাপে শ্রমিকদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। সোয়েটার কারখানার শ্রমিকরা কয়েক বছর কাজ করার পর কাজ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে মালিকরাও একটু বেশি বয়সের শ্রমিকদের কাজ দিতে চায় না। 'ডক্টরস ফর হেলথ এন্ড এনভায়রনমেন্ট' নামে চিকিৎসদের একটি সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও অর্থোপেডিক সার্জন ডা. শাকিল আখতার একটি দৈনিক সংবাদপত্রে জানিয়েছেন, 'দীর্ঘ সময় গার্মেন্ট কারখানায় কাজ করার পর শ্রমিকদের মেরুদণ্ডে সমস্যা দেখা দেয়। কয়েক ঘণ্টা কাজ করলেই তাদের মেরুদণ্ডে ব্যথা হয়। এছাড়া গার্মেন্ট শ্রমিকরা বেশি সময় কাজের কারণে রুগ্ন হয়ে যায়। অল্প বয়সে কর্মক্ষমতা হারায়।' প্রচুর পরিশ্রমের ফলে শ্রমিকদের বেশি বেশি ও ভালো খাবারের প্রয়োজন। কিন্তু আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে মাছ-মাংস-দুধ-ডিম ইত্যাদি আমিষজাতীয় ভালো খাবার তারা কমই খেতে পারে। এ কারণে শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি তারা পায় না।

গার্মেন্ট মালিকরা এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে শ্রমিক স্বেচ্ছায় ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে রাজি হয়, প্রকারান্তরে জীবনের দায়ে সে বাধ্য হয়। এখনো শ্রমিকরা 'অতিরিক্ত' সময় কাজ করতে না পারলে সে কারখানায় কাজ করতে চায় না। কারণ আট ঘণ্টা কাজ করে তাদের যে আয় হয়, তা দিয়ে কোনোভাবেই জীবন চলে না। এমন একটি পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েই আমরা গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিয়ে কথা বলছি। শ্রমিকরা যখন ৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবি নিয়ে লড়ছে তখন মালিকপক্ষ বলছেন, ৬০০ টাকার বেশি বেতন বাড়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মালিকপক্ষের প্রস্তাবে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হয় ৩৬০০ টাকা। এ প্রস্তাব শ্রমিকদের জীবনের সাথে উপহাস ছাড়া আর কিছু নয়।

৮০০০ টাকা মজুরির দাবিতে শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের বিক্ষোভ

মজুরি বৃদ্ধির কথা শুনলেই মালিকদের চোখে জল আসে। তারা বলেন যে মজুরি বাড়ালে তাদের মুনাফা থাকবে না, রপ্তানি কমে যাবে, গার্মেন্ট খাত টিকবে না। কিন্তু তাদের এই মায়াকান্নার আসল কারণ অতি মুনাফার দুর্দমনীয় লোভ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজিএমইএ'র একজন সদস্য এক কেস স্টাডিতে দেখিয়েছেন, ২০০ সেলাই মেশিনের একটি শার্ট তৈরির কারখানায় ৫০০ শ্রমিক এক বছরে মোট ৩ লাখ ১০ হাজার ডলার মজুরি পায়। ওই কারখানার মালিক বছর শেষে মুনাফা করেন ১ লাখ ৫৪ হাজার ডলার। অর্থাৎ ২৫০ জন শ্রমিকের ১ বছরের মজুরির সমান একজন মালিকের মুনাফা।" (সংকটে পোশাক খাত-৩; আবুল কাশেম, কালের কণ্ঠ, ২০.০৭.১০) একজন শ্রমিকের গড় মজুরি ৩ হাজার ৫৬৫ টাকা ধরে এ হিসাবটি করা হয়েছে। অর্থাৎ একজন মালিক ৫০০ শ্রমিকের একটি কারখানা থেকে বছরে ১ কোটি ৬ লাখ ৯৫ হাজার টাকা নিট মুনাফা করছে। বিজিএমই-এর এক পরিচালক জানিয়েছেন, বিশ্বমন্দা, জ্বালানি সংকট সত্ত্বেও তারা লোকসান গুনছেন না। লাভের হার হয়ত কিছু কমেছে। আগে যেখানে হয়ত প্রতি পিসে ২০ টাকা লাভ হত, এখন সেখানে হয়ত ১৫ টাকা লাভ হচ্ছে।" (কালের কণ্ঠ, পূর্বোক্ত)

গার্মেন্ট শিল্পে বিভিন্ন দেশের মালিকদের মুনাফার হার তুলনা করলেও মালিকদের মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচিত হয়। অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশ দেখিয়েছেন, বাংলাদেশে মালিকদের মুনাফার হার ৪৩.১০ শতাংশ, যেখানে কম্বোডিয়ায় ৩১.০%, ভারতে ১১.৮%, ইন্দোনেশিয়ায় ১০%, ভিয়েতনামে ৬.৫%, নেপালে ৪.৪% এবং সবচেয়ে কম চীনে, ৩.২%। অর্থাৎ বাংলাদেশের মালিকরা বিশ্বের সবচেয়ে কম মজুরি দিয়ে, সরকারের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সুবিধা নিয়ে সবচেয়ে বেশি মুনাফা করছে। এই মালিকরা বিশ্বমন্দা, বিদ্যুৎ সংকট, শ্রমিক অসন্তোষসহ নানান কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, ব্যবসায় মন্দা চলছে ইত্যাদি নানা অজুহাত তুলে রাষ্ট্রের কাছ থেকে অনৈতিকভাবে প্রনোদনা প্যাকেজসহ নানা আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করছে। কিন্তু তাদের নিজেদের জীবনের ভোগ-বিলাসের কোনো কমতি হচ্ছে না।

গত ৩০ বছর ধরে গার্মেন্ট শিল্প রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা ভোগ করছে যার নাম হচ্ছে 'ইনকিউবেটর'। এর অর্থ, জন্মের পর নবজাতক শিশুকে যে বিশেষ পরিচর্যা দেওয়া হয়। আমাদের গার্মেন্ট শিল্পও এখন পর্যন্ত মায়ের কোলের নবজাতক শিশু রয়ে গেছে! এই ইনকিউবেটর-এর আওতায় গার্মেন্ট শিল্প গত ৩০ বছর ধরে যে সুবিধাগুলো পাচ্ছে তা হলো :- ১. বিদেশে শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা, ২. সরকারের নগদ সুবিধা, ৩. ব্যাক টু ব্যাক এলসি পদ্ধতিতে শুল্কমুক্ত আমদানি সুবিধা, ৪. করমুক্ত রপ্তানি আয়, ৫. স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ, ৬. সস্তা জ্বালানি। এই ছয়টি সুবিধা গত ৩০ বছর ধরে মালিকরা সরাসরি পাচ্ছে। এই ছয় সুবিধার সাথে মালিকরা আরো কিছু সুবিধা পাচ্ছে তা হলো :- ১. পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা মজুরি, ২. শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করতে না দেয়া, ৩. শ্রমঘণ্টা না মানা, ৪. পুলিশ ও মাস্তানের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা, ৫. শ্রমিকদের আবাসনের দায়িত্ব না নেয়া, এবং ৬. শ্রমিকদের সন্তানের শিক্ষা ও শ্রমিকদের চিকিৎসার দায়িত্ব না নেয়া। এ ধরনের অসংখ্য প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সুবিধার কথা বলা যাবে যা আমাদের গার্মেন্টস মালিকরা ভোগ করছে।

শুধু প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ আইনি সুবিধা ভোগই নয়, এর বাইরে নানা আইন-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডেও গার্মেন্ট মালিকরা ওস্তাদ। গত ২ অক্টোবর '১৩ দৈনিক আমাদের সময়ে প্রকাশিত এক খবরে দেখা যাচ্ছে, শুল্ক ও ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগে ৩৩ জন গার্মেন্ট মালিকের ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এর মধ্যে মাত্র ১২ জন গার্মেন্ট মালিকের কাছে শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ এনবিআরের পাওনা ৯৪ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। এছাড়া বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন সম্পন্ন না করা ও অসহযোগিতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন ১১ জন মালিক এবং বন্ডের বিভিন্ন শর্ত ভঙ্গ করেছেন ১০ জন মালিক।

একজন শ্রমিক নির্দিষ্ট সময় কাজ করার পর কাজের বিনিময়ে যে অর্থ পায় তাকে মজুরি বলে। মজুরি সাধারণত মাসিক ভিত্তিতে হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক, দৈনিক, পিস রেট ইত্যাদি রূপেও হতে পারে। আই.এল.ও-এর ১৩১ নং কনভেনশনে বলা হয়েছে, "সর্বনিম্ন মজুরি অবশ্যই আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রয়োজন, জীবন যাত্রার ব্যয়, সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা ইত্যাদিকে বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।" বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণায় বলা হয়েছে – 'প্রত্যেক কর্মীর নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষায় সক্ষম এমন ন্যায্য পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার রয়েছে।' বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, যুক্তিসঙ্গত অথবা মানবিক মর্যাদা রক্ষা করার মতো মজুরি নির্ধারণ করা হবে কিভাবে? একটি শ্রমিক পরিবারে কি কি দরকার হয়? অন্তত তিন বেলা খাবার, পোষাক, মাথা গোঁজার ঠাঁই, অসুস্থ হলে চিকিৎসা, সন্তানের শিক্ষা, অতিথি আপ্যায়ন ও বিনোদন ছাড়া মানবিক জীবন কিভাবে হয়? এসব বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়।

রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী, মজুরি হচ্ছে শ্রমিকের শ্রমের ফলে সৃষ্ট অংশমাত্র। শ্রমিকের শ্রমের ফলেই মূল্য তৈরি হয়। ওই মূল্যের প্রায় ৯০ ভাগই মালিক আইনের বলে, নিয়ম-কানুনের বলে মুনাফা হিসাবে আত্মসাৎ করে। আর শ্রমিক যাতে টিকে থাকতে পারে, কোনোরকমে খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে, সে জন্য তাকে একটা মজুরি দেয়। নিজের তৈরি মূল্যের যে সামান্য ভাগ শ্রমিক পায়, সেটাই আরেকটু বাড়ানোর জন্য, নিজের দুঃসহ জীবনকে আরেকটু সহনীয় করার জন্য শ্রমিকরা লড়াই করছে। গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির আন্দোলন আসলে এর বেশি কিছু নয়। ন্যূনতম মজুরি মালিকের দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয়ও নয়।

ন্যূনতম মজুরি নিয়ে শ্রমিকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে শোনা গেল, মালিক ও সরকারের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন দেশে গিয়ে ওইসব দেশের গার্মেন্ট শ্রমিকদের মজুরি হার যাচাই করবেন। ইন্টারনেট-মোবাইলের যুগেও মজুরি সংক্রান্ত তথ্য যাচাইয়ের জন্য বিদেশ পাড়ি দিতে হবে, এটা সম্ভবত এ সময়ের সবচেয়ে বড় কৌতুক। ইতোমধ্যে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে, গার্মেন্ট খাতে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মজুরি পায় পাকিস্তানের গার্মেন্ট শ্রমিকরা। প্রতি মাসে তারা পাচ্ছে ১১৫.২ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশি টাকায় ৯ হাজার ২১৬ টাকা। এরপর ভিয়েতনামে ১১০.২৪ ডলার (৮,৮১৯.২০ টাকা), ভারতে ১০৬.০৮ ডলার (৮,৪৮৬.৪০ টাকা), শ্রীলঙ্কায় ৯১.৫২ ডলার (৭,৩২১.৬০ টাকা), ইন্দোনেশিয়ায় ৯১.৫২ ডলার (৭,৩২১.৬০ টাকা), নেপালে ৮৩.২ ডলার (৬,৬৫৬ টাকা), কম্বোডিয়ায় ৮০ ডলার (৬,৪০০ টাকা)। আর একজন বাংলাদেশি গার্মেন্ট শ্রমিক মাসে ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছে ৩৭.৪৯ মার্কিন ডলার বা তিন হাজার টাকা। চীন গার্মেন্ট পণ্য রপ্তানিতে আমাদের চেয়ে এগিয়ে, সেখানে গার্মেন্ট শ্রমিকরা মজুরি পান ২২১ ডলার।

ফলে, এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে মজুরি বাড়ালে বাংলাদেশ থেকে ক্রেতারা অন্য দেশে চলে যাবে, আমাদের গার্মেন্ট শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে – এসব ডাহা মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। মজুরি বাড়ালে মালিকের মুনাফা কমবে, তাও পরিমাণে খুবই সামান্য। কিন্তু এই সামান্য মুনাফা কমাতেও মালিকগোষ্ঠী রাজি নয়। এখানে, আইনের দিক থেকে সরকারের ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির নিরপেক্ষ সংস্থা। কিন্তু বাস্তবে সরকার মালিকগোষ্ঠীরই সরকার। তাছাড়া আমাদের সরকারের মন্ত্রী-এমপি, সরকারদলীয় নেতা-নেত্রীরাই তো গার্মেন্ট মালিক। ফলে সরকার তার ভূমিকা পালন করছে মালিকের পক্ষ হয়েই।

কিন্তু এবার আমরা একটা ভিন্ন নাটক দেখতে পেলাম। সরকারের একজন মন্ত্রী, যিনি আবার শ্রমিক নেতা, তার নেতৃত্বে গার্মেন্ট শ্রমিকদের একটি সমাবেশ হল। সেখানে সরকারদলীয় এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। 'বাঁচার মত মজুরি ঘোষণা, গার্মেন্টসে ভাঙ্গচুর বন্ধ, জিএসপি সুবিধা পুনর্বহাল এবং নারী শ্রমিকদের গৃহবন্দি করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে' ডাকা এই সমাবেশ থেকে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি করা হল। একজন বামপন্থী(!) শ্রমিক নেতা সেখানে এমন বক্তব্যও দিলেন যে, "পোশাক শ্রমিকদের দায়িত্ব নিয়ে শাজাহান খান পরিবহন শ্রমিকদের মতো এদের সব সুবিধা নিশ্চিত করতে পারবেন"। এ ঘটনা থেকে কেউ কেউ মনে করছেন, এটা এক ধরনের নির্বাচনী স্টান্টবাজী। আবার অনেকের মনে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে, একি শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করার নতুন কায়দা? গার্মেন্ট শ্রমিকদের মধ্যে সরকারের দালাল, তাঁবেদার নেতৃত্ব ঢুকিয়ে দিয়ে ভেতর থেকে শ্রমিক আন্দোলন দমন করার নতুন কৌশল? এ কৌশল নতুন নয়। আমাদের দেশের জুট-সুগার-টেক্সটাইল-ব্যাংক-রেলওয়ে-বিআরটিসি-পরিবহন নানা ক্ষেত্রে এ কাণ্ড দেখা গেছে। মালিক এবং সরকারের দালাল শ্রমিক নেতা নামধারীরা শ্রমিকদের আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করতে, বিপথগামী করতে, আন্দোলনকে পেছন থেকে ছুরি মারতে বরাবরই সুচতুর ভূমিকা পালন করছে। এর মাধ্যমে তথাকথিত শ্রমিক নেতারা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, শ্রমিকরা প্রতারিত হয়েছে। আমাদের আশঙ্কা, গার্মেন্ট সেক্টরেও সেই পুরনো খেলা শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে শ্রমিকদের হুঁশিয়ার থেকে কার্যকর শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমরা মনে করি, বিপ্লবী ধারার ট্রেডইউনিয়ন গড়ে তোলার মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলনকে শোষণমুক্ত সমাজপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার করুন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সাথে বিরোধের ক্ষেত্রে বিদেশী কূটনীতিকদের মধ্যস্থতা মানবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। জাতিসংঘ আজ বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘের নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদ তোষণনীতির সুযোগ নিয়ে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তিসমূহ তাদের নিজেদের ভেতরকার বিরোধ মেটাতে এহেন জাতিসংঘের মধ্যস্থতা মানতে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। এ দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক জোটের বাইরে রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিসমূহ যে সকল চিন্তা ও পরিকল্পনা হাজির করছে তা জনগণকে স্বেচ্ছাচারিতা আর জবরদখলের চোরাবালি থেকে উদ্ধার করার বিপরীতে আরও বেশি করে অগণতান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিক বুর্জোয়া নাগপাশে আবদ্ধ করবে।

বিগত ৪২ বছরে এদেশের বুর্জোয়া ব্যবস্থার শাসনতান্ত্রিক সংকট বারে বারে একই চেহারা নিয়ে বেরিয়ে আসছে। জাতীয়-আন্তজাতিক বিশেষজ্ঞ-পরামর্শদাতারা তাদের সংকটের চোরাবালিতে নিমজ্জিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যত সংস্কার সাধনের চেষ্টা করছেন তা বাস্তবে লোক দেখানো সাধু কথার ফুলঝুরিতে পর্যবসিত হয়েছে। নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার, রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনা ও রাজনৈতিক শক্তির বিকাশই বাধাগ্রস্থ করা হয়েছে, সংকটের লেশমাত্র সমাধান করতে পারে নি। সামরিক শাসন, একদলীয় শাসন, বহুদলীয় সংসদীয় শাসন – যাই খাড়া করার চেষ্টা করা হোক না কেন তা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের হাতিয়ারে রূপ নিয়েছে। এবারো সমাধানের নামে সে দিকেই শাসকগোষ্ঠী ধাবিত হবে – এমনটাই আশঙ্কা।

মেহনতি জনগণের শ্রমে ঘামে গড়া এ বাংলাদেশে পরজীবী বুর্জোয়াগোষ্ঠী ও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক শক্তি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে কর্মজীবী ও পেশাজীবীদের নির্মমভাবে শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। অথচ মেহনতি জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি থেকে যাচ্ছে নিদারুণভাবে উপেক্ষিত। তাজরীন গার্মেন্টসসহ নানা গার্মেন্টসে শত শত শ্রমিক যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে, পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করল তাদের সামান্য ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে মালিকদের টালবাহানা সত্যিই অভাবিত। নানা কথার ফুলঝুরি দিয়েও সরকার মালিকের পক্ষাবলম্বিতা ঢেকে রাখতে পারেনি। এ সকল ঘটনায় দেশের বেশিরভাগ মানুষের বিবেক পীড়িত হয়েছে। আর এদিকে দেশের বেশিরভাগ মানুষের পক্ষাবলম্বিতা সৃষ্টি হয়েছে শ্রমিকের পক্ষে। সম্প্রতি গাজীপুরে শ্রীপুরে পলমল গ্রুপের আসওয়াদ কম্পোজিট গার্মেন্টেসে আগুনে পুড়ে ৯ জন শ্রমিকের মৃত্যুতে সরকার, পুলিশ প্রশাসন একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। মালিকের স্বার্থরক্ষাকারী সরকারের পেটোয়া বাহিনী আজও দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের লাঠিপেটা করছে, টিয়ার শেল আর বুলেট বিদ্ধ করছে। শ্রমিকরা দাবি করছে ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা অর্থাৎ মাত্র একশত ডলার। যে শ্রমিকরা তাদের জীবনীশক্তি নিংড়ে মালিক ও তার সরকারের কর্তাব্যক্তিদের বিলাস-ব্যসনের যোগান দিচ্ছে প্রতিদিন, তারা যখন জীবন বাঁচানোর ন্যূনতম যোগানের জন্য মাত্র একশত ডলার মজুরি দাবি করছে তখন তাকে রক্তাক্ত করা হচ্ছে। অথচ এ সকল শ্রমিকের রক্ত নিংড়ানো শ্রমে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ উপচে পড়ছে।

অতি সম্প্রতি শরৎকালের আকস্মিক বর্ষণে রবিশস্যের ফলন মারত্মক হুমকির সম্মুখীন। এ শস্যহানির ফলে ঋণগ্রস্ত কৃষক ঋণের টাকা ফেরত দিতে না পেরে জমি বসতবাটি হারাবে। বেঁচে থাকার এ সামান্য জীবিকার নিরাপত্তা দিতে সরকার কোনো ভূমিকা রাখে না। বরং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সৃষ্ট গ্রামীণ ধনিকগোষ্ঠীর কাছে জিম্মি করে তুলে তাদের সর্বস্বান্ত করার প্রক্রিয়া দিন দিন জোরদার হচ্ছে। ক্ষেতমজুররা বিকল্প কাজের সন্ধানে এলাকা ছেড়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের বেতন কাঠামো বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করছে। হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার কাজের সন্ধানে কচুরিপানার মত ভেসে বেড়াচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতিতে প্রতিটি মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। নারী নির্যাতনের বিষয়টি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মাদকাসক্তি তরুণদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় এক একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংস করছে। আজ এদেশের তরুণ প্রজন্ম নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর কৃষ্টিকে ভুলে সাংস্কৃতিকভাবে ছিন্নমূলে পরিণত হয়েছে।

এরই মধ্যে বাঙালি সম্প্রদায়ের দুই বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব এবং ঈদ-উল-আযহা এগিয়ে আসছে। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে এখন এ সকল উৎসব যেন আর কোনো বিশেষত্ব নিয়ে আসেনা। এ দুটি উৎসবের দিনেই কি বিপুলসংখ্যক মানুষ যে এদেশে অভুক্ত, জীর্ণ পোশাক, পঙ্কিল বাসগৃহ আর পীড়িত থাকবে, ন্যূনতম মৌলিক অধিকার বঞ্চিত মানুষগুলো নিজেদের ও আপনজনের নানাবিধ দুঃখকষ্টে কতখানি নিরানন্দে উৎসবমুখর দিনগুলো অতিবাহিত করবে তা সকলের জানা। দেশের দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা কিন্তু এ নিয়ে মোটেই পীড়িত নন। তারা ব্যস্ত কীভাবে তারা ক্ষমতার মসনদকে পাকাপোক্ত করবেন। সেক্ষেত্রে কোনো অনিশ্চয়তা উপস্থিত হলে তারা মারাত্মকভাবে পীড়িত হন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তারা যে কোনো বক্তব্য দিয়ে ফেলতে পারেন। আওয়ামীলীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিম আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বসেই গণমাধ্যমে অত্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে বলেছেন, সরকারী কর্মচারীরা সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ না করলে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হবে। আবার যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরির মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হলে বিএনপি নেতা খন্দকার মাহবুবউদ্দিন বলেন, বিএনপি বা ১৮ দলীয় জোট ক্ষমতায় এলে এ মামলা বিচারকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিচার করা হবে। দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের এ দুই নেতার অমৃত বচনে দেশের জনগণ সত্যিই বিমোহিত হয়েছে।

একটি সরকার কতখানি অগণতান্ত্রিক হলে জাতিয় কমিটির লংমার্চ যা জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া ফেলেছিল তাকে চ্যালেঞ্জ করে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্রমাগত পদক্ষেপ নিতে পারে! যদিও লংমার্চ কর্মসূচির পরপর বিএনপি নেতা খালেদা জিয়া, জাতীয় পার্টির হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদসহ প্রায় সকল বিরোধী দলসমূহ লংমার্চ কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়েছে। অথচ এসকল দলগুলো যখন ক্ষমতায় ছিল তখন বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাসমূহকে এদেশে ডেকে এনে অত্যন্ত সহজ শর্ত এবং অসম শর্তের বিনিময়ে দিয়ে দিয়েছে। সে সময়ে জাতীয় কমিটি যে লংমার্চগুলো করেছিল তাতে আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলীয় জোট অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিল। আর আজ আওয়ামী লীগ জাতীয় কমিটির লংমার্চ কর্মসূচির বিরোধীতা করছে। বাংলাদেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দলসমূহের রাজনৈতিক দ্বিচারিতা সত্যিই অভাবিত।

আজ আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা উন্নয়নের জোয়ার ছাড়া আর কোনো জোয়ারই দেখতে পাচ্ছেন না। গরীব-মধ্যবিত্ত মানুষের দুঃখ-কষ্ট আর অসন্তোষের জোয়ার, মানুষের বিক্ষুব্ধতার জোয়ার, শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের জোয়ার সবকিছুকেই তারা উপেক্ষা করতে চাইছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার যখন গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত নির্বাচনকালীন সরকার পদ্ধতি অর্থাৎ নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করে সংবিধান পরিবর্তন করে নিজেদের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করতে চাইল, তখন দেশের জনগণ নতুন করে পরিমাপ করতে পারল যে বৃহৎ রাজনৈতিক দলসমূহ কীভাবে ক্ষমতার জন্য লালায়িত এবং খোদ সংসদ আর সংবিধানকে পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার নামে কীভাবে তারা ব্যবহার করতে পারে। সরকারের এধরনের অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ আর ব্যাপক দুর্নীতি ও লুটপাটের কারণে অত্যন্ত অজনপ্রিয় হয়ে ওঠার ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের সামনে ক্ষমতার মসনদ খুব নিকটবর্তী মনে হওয়ায় তারাও বেপরোয়া। ফলে আপাত অর্থে নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা বিএনপি'র জন্য মূখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এর জন্য কখনো আন্তজাতিক শক্তিবর্গের প্রভাব কখনো জোটগত শক্তির মহড়ার মাধ্যমে এটা করার ক্ষেত্রে মরিয়া উঠেছে।

সরকার নির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়ার ক্ষেত্রে মৌলবাদ ও যুদ্ধপরাধীদের বিচারের ইস্যুটিকে সামনে এনে ভাবমূর্তির সংকট থেকে উদ্ধার পেতে চাইছে। এ বিচারকে বিলম্বিত করে সাধারণ মানুষের মাঝে আগামী নির্বাচনে ভোট টানার শর্ত সৃষ্টি করতে চাইছে। এর মাধ্যমে মহাজোট সরকার যে কতখানি বিপজ্জনক খেলায় নেমেছে তা পরিমাপ করতে পারছে না। ভবিষ্যতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি প্রহসনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের বৃত্তে যে সকল শক্তি বা অপশক্তি আবর্তিত হচ্ছে তাদের দিকে তাকিয়েও জনগণ অত্যন্ত অস্বস্তিতে দিন অতিবাহিত করছে। জামাত, হেফাজতসহ মৌলবাদী দলসমূহের প্রগতিবিরোধী, নারীর স্বার্থবিরোধী আস্ফালন বিএনপি আমলে নিচ্ছে না। এ ধরনের অপশক্তিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিলে তা যে একদিন বুমেরাং হয়ে দেখা দিতে পারে, ক্ষমতার মসনদের প্রতি অন্ধ মোহ না থাকলে আর অপরাজনীতির ধারক বাহক না হলে তারা তা দেখতে পেতেন।

নির্বাচন অর্থাৎ বুর্জোয়াদের মধ্যে ক্ষমতার হাতবদল কেমন করে হবে, মানুষ শান্তিতে নিরাপদে ভোট দিয়ে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে কি না, ভোটের পর সংঘাত-সহিংসতা থামবে কিনা – এ আশঙ্কাই এখন দেশের সব মানুষের। এর মধ্যে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন – জনগণকে জিম্মি করে বুর্জোয়াদের ষড়যন্ত্র আর ভোটের রাজনীতির নির্মম শিকার হতে হয় তো সংখ্যালঘুদেরই।

এধরনের নিরাশার মাঝে দেশের বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি সাধারণ মানুষের স্বার্থের সপক্ষে সত্যিকারের বিকল্প হয়ে উঠতে পারত। এ দেশের বামপন্থী শক্তিগুলোর একদিকে রয়েছে মারাত্মক সাংগঠনিক দুর্বলতা অন্যদিকে রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা। কিছু কিছু বাম শক্তি এখনও আওয়ামী লীগের কাঁধে ভর দিয়ে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত করতে স্বৈরাচারী শাসক হোসেইন মোহাম্মাদ এরশাদকে সাথে নিয়েছে। মৌলবাদের সাথে আপোষ করেছে। এমনকি চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের সাথে আন্দোলনের কর্মসূচি দিয়েছে। ১৯৯৬ সালে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার গঠনে যুদ্ধাপরাধীদের সাথে সমঝোতা করেছে। ফলে বিপুল গণপ্রত্যাশার বিপরীতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও আজ এসব দলের কাছে মানবিক বা নৈতিক দায় নয়, ভোটভিত্তিক স্বার্থ সুবিধার হাতিয়ার মাত্র। এ পরিস্থিতিতে ক্ষমতাকেন্দ্রীক প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার রাজনীতির বিপরীতে জনগণের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার, সন্ত্রাস-নৈরাজ্য-সাম্প্রদায়িকতা-নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ ও সম্পদের উপর লুণ্ঠন-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এর মধ্য দিয়েই শোষণ-বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে এ ব্যবস্থা পরিবর্তনের সংগ্রাম জোরদার হতে পারে। বাসদ-সহ গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা পরিচালিত এ আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য দেশবাসীর প্রতি আমরা আহ্বান জানাই।

কিশোরী ধর্ষণকারী ৫ পুলিশের গ্রেফতার ও বিচার দাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করা হয়। কিশোরী সীমাকে ধর্ষণের দায়ী পুলিশদের ও গাইবান্ধা সদরের খোলাহাটী ইউনিয়নের রিক্তার হত্যাকারী সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে মানবন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা সভাপতি অধ্যাপক রোকেয়া খাতুন, নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, হালিমা খাতুন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান, শামীম আরা মিনা, পরমানন্দ দাস, শিশু কিশোর মেলার জেলা সংগঠক নিভির, সালেহীন, বায়োজিত এবং রিক্তার বাবা জহুরুল ইসলাম। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা আহ্বায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, জেলা সিপিবির সাধারণ সম্পাদক মিহির ঘোষ, জেলা মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রিক্তু প্রসাদ প্রমুখ। সমাবেশ শেষে শহরের প্রধান প্রধান সড়কে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সিলেট : বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র ও শিশু কিশোর মেলার উদ্যেগে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানায় কিশোরী ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে ৮ অক্টোবর মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি জিন্দাবাজার রাজা ম্যানশনস্থ সংগঠনের কার্যালয় থেকে শুরু করে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে নগর ভবনের সামনে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নারীমুক্তি কেন্দ্রের সংগঠক তামান্না আহমদ ও পরিচালনা করেন সিলেট শিশু কিশোর মেলার সংগঠক লিপন আহমেদ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নারীমুক্তি কেন্দ্র সিলেট জেলার সংগঠক ইশরাত রাহি রিশতা, ছাত্র ফ্রন্ট নগর কমিটির সভাপতি রেজউর রহমান রানা, বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি সিলেট জেলার সদস্য সুশান্ত সিনহা সুমন প্রমুখ।

৯ অক্টোবর ঢাকায় বাম নারী সংগঠনের বিক্ষোভ

রংপুর : গাইবান্ধায় পুলিশ হেফাজতে কিশোরী ধর্ষিত হওয়ার ঘটনায় ধর্ষক পুলিশের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ৯ অক্টোবর সকাল ১১.৩০টায় প্রেসক্লাব চত্বরে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নারীমুক্তি কেন্দ্রের জেলা সভাপতি প্রভাষক আরশেদা খানম লিজুর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সহ-সভাপতি রোকনুজ্জামান রোকন, সমাবেশ পরিচালনা করেন রেদওয়ানুল ইসলাম বিপুল।

জেনারেল গিয়াপ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। মার্কিনীদের বর্বরতা আর ভিয়েতনামীদের অকুতোভয় প্রতিরোধ ষাটের দশকে ভিয়েতনামকে সারা দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের সামনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধের প্রতীকে পরিণত করেছিল।

১৯১১ সালের ২৫ আগস্ট পরাধীন ভিয়েতনামের মধ্যাঞ্চলীয় কুয়াং বিন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গিয়াপ। পরাধীনতার গ্লানি থেকে ১৪ বছর বয়সের কিশোর গিয়াপ যোগ দিয়েছিলেন স্থানীয় একটি গেরিলা বাহিনীতে। স্বাধীনতা ও মুক্তির দুর্নিবার স্পৃহা তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছে কমিউনিস্ট রাজনীতিতে। ১৯৩৮ সালে তিনি ভিয়েতনামের বিপ্লবী নেতা হো চি মিন-এর ইন্দো-চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। জাপানি দখলদারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে এ সময় তিনি হো'র সঙ্গে চীনে পালিয়ে যান। চীনে গিয়াপ শরণার্থী ভিয়েতনামীদের নিয়ে 'ভিয়েতমিন' নামে একটি সেনাদল গঠন করেন এবং দেশে ফিরে এসে দখলদার জাপানিদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানিরা পরাজিত হওয়ার পর ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে ভিয়েতনামীদের লড়াই শুরু হয়। যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় দিয়েন বিয়েন ফুতে।

ঔপনিবেশিক ফ্রান্সের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ভিয়েতনাম স্বাধীন হলেও এর দক্ষিণ অংশে কায়েম হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ। ভিয়েতনামের উত্তর অংশে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। দক্ষিণ ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের দমনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৫ সালে সামরিক অভিযান শুরু করে। এর ফলে শুরু হয় ইতিহাসখ্যাত ভিয়েতনাম যুদ্ধ। এই যুদ্ধেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন জেনারেল গিয়াপ।

পৃথিবীর সর্বাধুনিক অস্ত্র ও প্রশিক্ষণে সমৃদ্ধ মার্কিন সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে কমিউনিজম এবং দেশপ্রেমের চেতনায় বলীয়ান ভিয়েতনামের জনগণ গেরিলা যুদ্ধে যে অবিস্মরণীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেছে, তা ইতিহাসে বিরল। ২০০৫ সালে সায়গন পতনের ৩০তম বার্ষিকীতে এসোসিয়েটেড প্রেসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে গিয়াপ বলেছিলেন, "সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ে এত ভয়ঙ্কর ও ক্ষয়ক্ষতিসম্পন্ন আর কোনো যুদ্ধ ইতিহাসে নেই।" মাই লাই গণহত্যা, ভয়ানক নাপাম বোমার ব্যবহার ইত্যাদি বহু ঘটনা বিশ্ববাসী জানেন যেখান থেকে মার্কিন বাহিনীর বর্বরতা প্রমাণিত।

১৯৬৮ সালে জেনারেল গিয়াপের পরিকল্পনায় পরিচালিত হয় টেট আক্রমণ। মার্কিন বাহিনীর পরাজয়ের পথে ভিয়েতনাম বাহিনীর এ আক্রমণকেই মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কমিউনিস্ট বাহিনী মার্কিন অধিকৃত দক্ষিণ ভিয়েতনামের ৪০টি প্রাদেশিক রাজধানীতে এক সাথে আক্রমণ করে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়াগনে প্রবেশ করে। সায়াগনে প্রবেশ করে কমিউনিস্ট বাহিনী অল্প সময়ের জন্য মার্কিন দূতাবাস দখল করে রাখে। যদিও এর অল্প পরেই মার্কিন পাল্টা আক্রমণের মুখে ভিয়েতনাম বাহিনী পিছু হটে যায় কিন্তু এই যুদ্ধের পরই ভিয়েতনামে মার্কিন বাহিনীর লজ্জাজনক পরাজয় আসন্ন হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে মার্কিন বাহিনী দক্ষিণ ভিয়েতনাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এর দুই বছরের মধ্যেই দক্ষিণ ভিয়েতনাম কমিউনিস্টদের অধিকারে চলে যায়। দুই ভিয়েতনাম এক ভিয়েতনামে পরিণত হয়। সার্বভৌম ভিয়েতনাম সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন গিয়াপ। ১৯৭৬ সালে দেশটির উপ-প্রধানমন্ত্রী পদে দায়িত্ব গ্রহণের ৬ বছর পর তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেন।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের মহান বীর জেনারেল গিয়াপের জীবনাবসান

'দিয়েন বিয়েন ফু'! এক সময় এই শব্দটি দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদীদের বুকে কাঁপন ধরাত, বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের বুকে জাগিয়ে তুলত প্রবল আশাবাদ। এই দিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধের রূপকার, ভিয়েতনাম যুদ্ধের মহান বীর এবং কমরেড হো চি মিনের সহযোদ্ধা জেনারেল ভো গুয়েন গিয়াপ গত ৪ অক্টোবর ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১০২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। জেনারেল গিয়াপের দুর্দান্ত পরিকল্পনাতেই ঔপনিবেশিক ফ্রান্স ও পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে কমিউনিস্ট ভিয়েতনাম জয়লাভ করেছিল। ১৯৫৪ সালে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের সামরিক ঘাঁটি ছিল দিয়েন বিয়েন ফু'তে। দিয়েন বিয়েন ফু'তে তাঁর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর কাছে ফরাসি বাহিনীর পরাজয় ভিয়েতনামে ঔপনিবেশিক শাসনের চির অবসান ঘটিয়েছিল। এরপর ভিয়েতনামীদের লড়তে হয় বিশ্বের এক নম্বর সামরিক শক্তি (সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)

সহযোদ্ধাদের সাথে জেনারেল গিয়াপ (ডান থেকে দ্বিতীয়)

জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সামনে বাম মোর্চার বিক্ষোভ

প্রতারণাপূর্ণভাবে চোরাগোপ্তা পথে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভিত্তিফলক উদ্বোধন সরকারের বিরাট নৈতিক পরাজয়

১০ অক্টোবর জ্বালানি মন্ত্রণালয় অভিমুখে বাম মোর্চার বিক্ষোভ

সুন্দরবন ধ্বংসকারী রামপাল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রাণ, প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার দাবিতে ১০ অক্টোবর গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ শেষে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সম্মুখে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

বাম মোর্চার সমন্বয়ক বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, জোনায়েদ সাকী, আজিজুর রহমান, শহীদুল ইসলাম সবুজ, হামিদুল হক, মহিনউদ্দীন চৌধুরী লিটন।

বিক্ষোভ সমাবেশে বাম মোর্চার নেতৃবৃন্দ বলেন দেশের জনগণের মতামত ও বিরোধীতা উপেক্ষা করে প্রতারণাপূর্ণ কৌশলে চোরাগোপ্তা পথে যেভাবে ভারতীয় চাপে ভেড়ামারায় বসে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎপ্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে তা শেখ হাসিনা সরকারের বিরাট নৈতিক পরাজয়; রামপাল বিদ্যুৎপ্রকল্পের এই ভিত্তিফলক মহাজোট সরকারের কপালে দেশবিরোধী আরেকটি কলংকের দাগ এঁকে দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান নয়, বরং ভারত সরকারকে খুশী করে আগামী নির্বাচন বৈতরণী পার হবার রাস্তা প্রশস্ত করা। দেশের মানুষের বিরুদ্ধে (পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)

আয়োজন ছাড়া নবম শ্রেণীর গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি বাতিলের দাবি

গাইবান্ধা : গাইবান্ধায় সৃজনশীল পদ্ধতির ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে ২ অক্টোবর বুধবার স্থানীয় শহীদ মিনার চত্বরে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সৃজনশীল পদ্ধতির ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী'র আহবায়ক নিশাত তাসনিম স্মরণের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গাইবান্ধা নাগরিক পরিষদের আহবায়ক এড. সিরাজুল ইসলাম বাবু, জেলা ছাত্র ফ্রন্টের সম্পাদক বজলুর রহমান, শিশু কিশোর মেলার সংগঠক পরমানন্দ, জেসমিন আরা, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী সুস্মৃতি সাহা পিনাকী, রবিন মিয়া, সৌমিক, তানভীর আহমেদ, রিয়ন, মারুফা, আতিক হাসান, সানজিদ, সীমান্ত সালেহিন প্রমুখ। বক্তারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আয়োজন না করে নবম শ্রেণীতে গণিত বিষয়ে সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত বাতিল, লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরিতে পর্যাপ্ত বই সরঞ্জামাদি, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হেলথ্ সেন্টার এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার দাবি জানান। এর আগে গত ২৮ সেপ্টেম্বর (পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)

৪ অক্টোবর মিরপুরে ৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবিতে বিক্ষোভ

৮ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে শ্রমিক ফেডারেশনের বিক্ষোভ

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা ঘোষণা, ঈদের আগে সকল বকেয়া বেতন-বোনাস পরিশোধ, ঈদে শ্রমিকদের বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ একই সাথে শ্রমিকদের উপর পুলিশি নির্যাতন বন্ধের জোর দাবি জানিয়েছেন। বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেলে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম, নগর নেতা সাইফুল ইসলাম কিরণ এবং তাসলিমা নাজনিন সুরভী। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল হাইকোর্ট মোড়, পল্টন এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ঈদ দেশের গরিব শ্রমজীবী মানুষের জীবনে আনন্দ নিয়ে আসে না। নিয়ে আসে দুঃশ্চিন্তা, উদ্বেগ। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা কাজ করে গার্মেন্ট শ্রমিকরা মানুষের মত বাঁচার উপযুক্ত মজুরি পায় না। যে বেতন দেয়া হয় তাতে বাড়িভাড়া, খাবার খরচ চালানো দায়। শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন তো দূরের কথা। এমনকি ঈদে ছেলে-মেয়েকে একটা নতুন জামা পর্যন্ত কিনে দেয়া যায় না। অথচ ফি বছর (পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)

গোবিন্দগঞ্জে পুলিশী হেফাজতে কিশোরী ধর্ষণকারী ৫ পুলিশের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানায় পুলিশী হেফাজতে ১৭ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত ৫ পুলিশ সদস্যকে অবিলম্বে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার অন্তর্ভুক্ত নারী সংগঠনসমূহ (বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, বিপ্লবী নারী সংহতি, বিপ্লবী নারী ফোরাম ও শ্রমজীবী নারী মৈত্রী) এর উদ্যোগে ৯ অক্টোবর বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শ্রমজীবী নারী মৈত্রীর আহ্বায়ক বহ্নিশিখা জামালী এবং পরিচালনা করেন বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সহসভাপতি এড. সুলতানা আক্তার রুবি, বিপ্লবী নারী সংহতির আহ্বায়ক শ্যামলী শীল ও বিপ্লবী নারী ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক আমেনা আক্তার।

কিশোরী ধর্ষণকারী পুলিশ সদস্যদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে ৯ অক্টোবর গাইবান্ধায় বিক্ষোভ

বক্তারা বলেন, সারাদেশে নারী নির্যাতন ভয়াবহ আকারে বেড়ে চলেছে। সরকার নারীদের নিরাপত্তা দিতে চরমভাবে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার ন্যাক্কারজনক নজির গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানায় সংঘটিত কিশোরী ধর্ষণের ঘটনা। যে পুলিশ রাষ্ট্রের নাগরিকের নিরাপত্তা দিবে অথচ সে রক্ষকের স্থলে ভক্ষকের ভূমিকা পালন করেছে। তাই অবিলম্বে ৫ পুলিশ সদস্যকে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে এবং এই ঘটনা নিয়ে প্রশাসনের টালবাহানা বন্ধ করতে হবে। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, সরকার যদি এই ঘটনার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে ১৯৯৫ সালে ইয়াসমিনের ধর্ষণের প্রতিবাদে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এবারও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

গাইবান্ধা : ৯ অক্টোবর '১৩ বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও শিশু কিশোর মেলা গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে শহরের ১নং রেলগেটে মানবন্ধন ও শহরে (সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩, ০১৭১১-৮৯৫৮৪৫ E-mail : spb.convention2014@gmail.com